জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

দাদাসাহেব সম্মান

বর্ষীয়ান অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমানকে দাদাসাহেব ফালকে সম্মানে ভূষিত করা হল। প্রায় ৫০ বছর ভারতীয় সিনেমার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ওয়াহিদা। একের পর এক মনে রাখার মতো ছবি উপহার দিয়েছেন

বাড়বে গরম

আগামী ৪৮ ঘণ্টায় হাওয়া বদলের পূর্বাভাস। কমবে বৃষ্টি। আজ ও আগামিকাল বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে শুক্র ও শনিবার হাল্কা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে

শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারের তালিকায় রয়েছেন ৫ বাঙালি

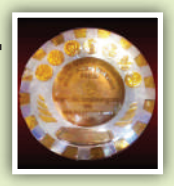

সংসদের বিতর্কিত পদ্ম-পোশাক সরানো হল প্রবল চাপের মুখে

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ১৩৪ ● ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ● ৯ আশ্বিন ১৪৩০ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 134 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 27 SEPTEMBER, 2023 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলার ন্যায্য পাওনা ছিনিয়ে আনতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল কংগ্রেস

বঞ্চনার প্রতিবাদে ৫০ লক্ষ মানুষের ক্ষোভের চিঠি পৌঁছে গেল দিল্লিতে

প্রতিবেদন : বাংলার ন্যায্য পাওনা ছিনিয়ে আনার অঙ্গীকার নিয়ে দিল্লির বুকে আন্দোলনের ঝড় তুলতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে গর্জে উঠবে বাংলা। আগামী ২ ও ৩ অক্টোবর রাজঘাটে প্রার্থনা ও কৃষি ভবনের বাইরে ধরনা কর্মসূচি করবে তৃণমূল কংগ্রেস। তার আগে মঙ্গলবার ৫০ লক্ষেরও বেশি চিঠি পাঠানো হল দিল্লিতে। নবজোয়ার কর্মসূচির সময় বাংলার মানুষকে কথা দিয়েছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছিলেন, একশো দিনের কাজের বকেয়া সহ বাংলা আবাস যোজনায় রাজ্যের প্রাপ্য ছিনিয়ে আনতে তাঁদের অভিযোগের-ক্ষোভের চিঠি নিয়ে দিল্লি যাবেন তিনি। যে কথা সেই কাজ। সারা বাংলা থেকে সংগৃহীত ৫০ লক্ষের বেশি চিঠি পাঠানো হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংয়ের দফতরে। এই চিঠিতে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তাঁদের যাবতীয় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন।

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় চিঠির ছবি পোস্ট করে অভিষেক লেখেন, বাংলার প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে অন্যায়ের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়ব কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। ক্ষমতায় বসে যারা অন্যায় করছে তাদের টেনে হিঁচড়ে নামাবে মানুষ। লড়াই করে, আন্দোলন করে বাংলার মানুষের অধিকার ছিনিয়ে আনবে তৃণমূল কংগ্রেস।

৫০ লক্ষের বেশি চিঠি পৌঁছচ্ছে দিল্লিতে। কলকাতায় তারই এক ঝলক। মঙ্গলবার।

দিল্লির মেগা ধরনা কর্মসূচির জন্য আগামী ২ ও ৩ তারিখ দলের সর্বস্তরের সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী, জেলা সভাপতি, জেলা সভাধিপতি, পঞ্চায়েত-পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আরও বহু মানুষ দিল্লি যাবেন। বাংলার প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে রাজধানীর বুকে গর্জে উঠবে বাংলা। তারই চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে। দু-একদিনের মধ্যে দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠক করবেন অভিষেক। সেই বৈঠকেই বলে দেওয়া হবে দিল্লিতে ধরনা কর্মসূচির রূপরেখা কী হবে। বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও বিজেপির পুলিশ দিল্লির রামলীলা ময়দান-সহ ধরনা কর্মসূচির অনুমতি বাতিল করে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। দলের তরফে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২ ও ৩ অক্টোবরের দিল্লির কর্মসূচি গোটা বাংলা জুড়ে জায়ান্ট স্ক্রিনে দেখানো হবে। দিল্লির পাশাপাশি এই দু'দিন প্রতিবাদ দিবস পালন করবে দলীয় নেতৃত্ব। বছর ঘুরলেই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বঞ্চনার প্রতিবাদে দিল্লির বুকে বাংলার মানুষের এই আন্দোলন গড়ে তুলে একদিকে যেমন মানুষকে দেওয়া কথা রাখবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনই চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই প্রতিবাদ কর্মসূচিকে সামনে রেখে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের অভিমুখ ঠিক (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

কথা

কথা মাঝেই কথা ভাষা
ভাষার সৌন্দর্য মাধুর্য
আজে বাজে কথার হারিকিরি কেন?
কথায় উঠুক সূর্য।
কথার মাঝে বেমানান কথা
বিবাদে মহিমা পর্যুদস্ত
অসহনীয় কথার, কথা-সঞ্চারে
ভাষা হয় মুমূর্ষু, লজ্জিত,
কথ-কথার কথাকলিতে
কলঙ্কিত উলঙ্ঘিত ভাষা
দৃশ্য-দিশারি অবতারণায়
কথক কথার কথা দিশা।
অসংযত কথার কথাকলিতে
হৃদয় হয় একেবারে দুঃখিত
অসহনীয় কথার অসংহত ভাষায়
শব্দ হয় শ্রুতি দূষিত।
ভাবাবেগের ভাবলেশের ধূসরে
ধূলিকণাও হয় উদ্ভাসিত
শুভ্র চিন্তনের চিন্তা মননে
মনোমন্দির হয় উচ্ছ্বসিত।
উৎসারী নদীর উৎসাহ মাঝারে
কথা হয় ভাষায় সমৃদ্ধ,
কথা-কথার-কথা সৌন্দর্যে
কথার মাধুর্য হয় কথাশব্দ।

লক্ষ্য বিজিবিএস, সফরের লগ্নিচুক্তি রূপায়ণে কাজ শুরু

প্রতিবেদন : লক্ষ্য বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট। তাকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশ সফরের চুক্তি রূপায়ণে কাজে নেমে পড়ল রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যসচিব একাধিক দফতরের সচিবদের নিয়ে বৈঠক করেন। স্পেন ও দুবাই সফরে মউ চুক্তি পর্যালোচনা করে কীভাবে তা বাস্তবায়িত করা যায় তার রূপরেখা তৈরি হয়। দুবাইয়ের লুলু গোষ্ঠী দুটি মল করতে চায় রাজ্যে। কোথায় জমি দেওয়া যায় সে নিয়ে আলোচনা হয়। স্পেনের বহু শিল্পগোষ্ঠী বাংলায় শিল্পস্থাপনে আগ্রহী। সেই পরিকল্পনায় বাংলায় কোন কোন শিল্প সংস্থা বা গোষ্ঠী ম্যাচ মেকিং হবে সে নিয়েও আলোচনা হয়। নভেম্বরে বিজিবিএস। মুখ্যমন্ত্রীর সফল শিল্পসফরের পর স্পেনের এবার পার্টনার কান্ট্রি হওয়া প্রায় নিশ্চিত। বার্সেলোনা, মাদ্রিদ-সহ (এরপর ৪ পাতায়)

বিধানসভাই শপথের আদর্শ জায়গা

বোসকে পাল্টা চিঠি অধ্যক্ষের

প্রতিবেদন : বিধানসভাই শপথের আদর্শ জায়গা। এই সদনের ঐতিহ্য-গরিমা-ইতিহাস কোনও অংশেই রাজভবনের থেকে কম নয়। আমার অনুরোধ, আপনি দ্রুত শপথের একটি দিন ঠিক করুন। আর আপনি শপথবাক্য পাঠ করাতে চাইলে বিধানসভায় আসুন। আমরা যাবতীয় বন্দোবস্ত করব। ঠিক এই বয়ানেই মঙ্গলবার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে চিঠি পাঠালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল চন্দ্র রায়ের শপথ গ্রহণ নিয়ে রাজ্যপালের অকারণ টালবাহানা-আবদারের প্রেক্ষিতে স্পিকারের পাঠানো এই চিঠি নতুন মাত্রা যোগ করেছে রাজ্য-তার আগে অবশ্য আবারও একপ্রস্থ নতুন নাটক করেছেন রাজ্যপাল। এবার ধূপগুড়ির নবনির্বাচিত (এরপর ১২ পাতায়)

দ্রুত শপথের দিন ঠিক করুন রাজ্যপাল, অনুরোধ বিমানের

লোকসভায় অসমে লড়বে তৃণমূল, রিপুনকে অভিষেক

প্রতিবেদন : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে অসমে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবে তৃণমূল কংগ্রেস। এখন থেকেই তার প্রস্তুতি শুরু করতে হবে। মঙ্গলবার কলকাতায় নিজের অফিসে অসম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বোরার সঙ্গে একান্ত বৈঠকে জানিয়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে অসমে দলের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি নিয়েও দীর্ঘ আলোচনা হয়। ২০২৪-এ কোন পথে, কীভাবে দল চলবে সেই সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয় রিপুন বোরার সঙ্গে। আগামী নভেম্বর মাসে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে অসম সফরের (এরপর ১২ পাতায়)

রিপুন বোরার সঙ্গে বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
27 September, 2023 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৩৩ রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) তিরোধান দিবস। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বলেছেন, 'নব্য ভারতের চিত্তদূত'। বাংলার নবজাগরণের প্রধান রূপকার তিনি। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী অলোকমণি দেবীর সতী হওয়ার সংবাদ পেয়ে রংপুর থেকে ছুটে এসেছিলেন রামমোহন। কিন্তু তার আগেই সুসম্পন্ন হয়েছে সতীদাহপর্ব! রামমোহনের অন্তর-আত্মায় আগুন জ্বলে উঠল। সেই অগ্নিকে সাক্ষী রেখে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন নিজের কাছেই। সেই থেকে সহমরণপ্রথা নিষিদ্ধ ও বন্ধ করাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর প্রধান কর্তব্য। ১৮২৯ সালের ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ বন্ধের আইন পাশ হয়। এদিন চিরসংগ্রামী রণক্লান্ত রামমোহন চিরবিশ্রাম নেন ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে। এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মুক্তচিন্তার বড্ড অভাব। কেউ কেউ চালাচ্ছেন জাতের নামে বজ্জাতি। এমন যুগসংকট মুহূর্তে আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে প্রায় ১৮৮ বছর আগে প্রয়াত এই মানুষটির চিন্তা ও চেতনা।

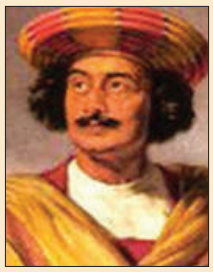

১৯০৭ ভগৎ সিং (১৯০৭-১৯৩১) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিযুগের শহিদ বিপ্লবী। জন্ম একটি জাঠ শিখ পরিবারে। তাঁর পরিবার আগে থেকেই ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল। কৈশোরেই ভগৎ ইউরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং একাধিক বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। মেধা, জ্ঞান ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতায় তিনি গড়ে তোলেন হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন। প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধে এক ব্রিটিশ পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মিস্টার স্যান্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করেন ভগৎ। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

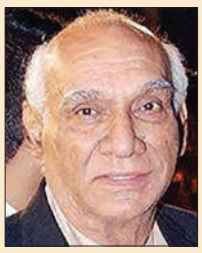

১৯৩২ যশ চোপড়া (১৯৩২-২০১২) এদিন অধুনা পাকিস্তানের লাহোরে জন্ম নেন। হিন্দি ছবির পরিচালক ও প্রযোজক। বলিউডের বহু অভিনেতা তাঁর হাত ধরেই তারকা হয়েছেন। পেয়েছেন দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার এবং পদ্মভূষণ। তিনিই প্রথম ভারতীয় ব্রিটিশ অ্যাকাডেমি অফ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন আর্টস যাঁকে আজীবন সদস্যপদ প্রদান করে।

১৯৩৩ কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) এদিন প্রয়াত হন। তৎকালীন সময়ের প্রথিতযশা বাঙালি কবি। শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী হিসেবে যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিলেন। সংস্কৃতে হয়েছিলেন দেশের প্রথম স্নাতক। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে জাঁকিয়ে বসা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার জেরে জুটিয়ে ছিলেন নারীবাদী তকমা। লেখা বইগুলোর মধ্যে আছে 'আলো ও ছায়া', 'নির্ম্মাল্য', 'পৌরাণিকী', 'অম্বা', 'গুঞ্জন', 'ধর্ম্মপুত্র', 'শ্রাদ্ধিকী', 'অশোক স্মৃতি', 'মাল্য ও নির্ম্মাল্য' প্রভৃতি।

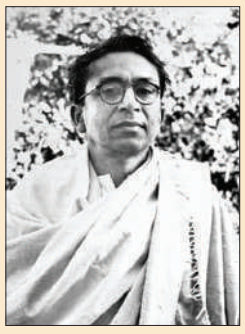

১৯০৬ সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা কথাসাহিত্যে সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫) এক উজ্জ্বল স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। 'জাগরী' এবং 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'— এই দু'খানি উপন্যাসই তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্য প্রতিভার দুটি উচ্চতম শিখরবিন্দু। ১৯৪২-এর অগাস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা উপন্যাস 'জাগরী'। এই উপন্যাসের জন্য তিনি প্রথম 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন। আর, উত্তর-বিহারের গ্রামাঞ্চলের তিরিশ বছরের (১৯১৫-'৪৫) পটভূমিতে রচিত 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।

১৯৯০ ক্যারোলিন কোসির আবেদন নাকচ করে দিয়ে ইউরোপীয় আদালত এদিন রায় দেয় যে তিনি কোনও পুরুষকে বিবাহ করতে পারবেন না কারণ ১৫ বছর আগে 'তুলা' নামক নারীতে রূপান্তরিত হলেও তাঁর জন্মের শংসাপত্র অনুযায়ী তিনি একজন পুরুষমাত্র, নারী নন। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ আইনকেই মান্যতা দেয় ইউরোপীয় আদালত। ভেঙে পড়েন রূপান্তরকামী এই নামী মডেল।

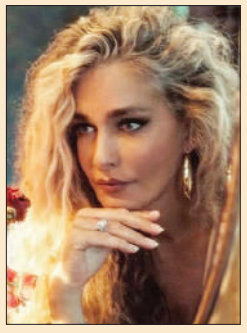

পার্টির কর্মসূচি

আলিপুরদুয়ার জেলা আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে চা-বাগান শ্রমিকদের ২০% বোনাসের দাবিতে গেট মিটিং অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি বিনোদ মিঞ্জ-সহ অন্যরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৭৯৬

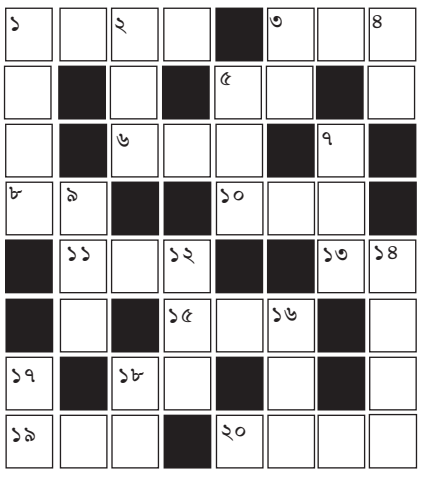

পাশাপাশি : ১. চিকিৎসা ৩. গোপন, বেনামি ৫. বাঁকা ৬. ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত নারী ৮. হেঁট, আনত ১০. গিরি ১১. কান্তি, লাবণ্য ১৩. অম্ল ১৫. বীণাবিশেষ ১৮. স্থান, জায়গা ১৯. জলের কুঁজো ২০. অবস্থা।

উপর-নিচ : ১. সংস্কৃত রূপকথার নায়কবিশেষ ২. চূড়ান্ত ৩. প্রণাম, দণ্ডবৎ হওয়া ৪. বিষাক্ত করা ৫. কথাবার্তা ৭. নদীতটের উঁচু স্থান ৯. পুকুর ১২. পতাকা, ধ্বজা ১৪. অসি ১৬. পেশ, উপস্থাপিত ১৭. থামো বা অপেক্ষা করো ১৮. গভীরতা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৭৯৫ : **পাশাপাশি :** ১. অধরপল্লব ৬. রদ ৮. ইন্ধন ৯. মতিগতি ১০. কালবুদ ১৩. তবলা ১৩. নলা ১৫. কলহান্তরিতা। **উপর-নিচ :** ২. ধরন ৩. পরব্যোম ৪. বদ ৫. আইনকানুন ৭. দম্পতিকলহ ১১. দরমাহা ১২. তহরি ১৪. লাক।

২৬ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৫৯৪০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৫৯৭০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৫৬৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭১১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭১২০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.৪৩	৮২.৬১
ইউরো	৯০.৫৪	৮৭.৫৪
পাউন্ড	১০৩.৫৩	১০০.৬১

নজরকাড়া ইনস্টা

■ মধুমিতা সরকার

■ শ্রেয়া ঘোষাল

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

27 September, 2023 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
বুধবার

যুদ্ধকালীন তৎপরতা কুমোরটুলিতে

বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

■ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এক ট্যুইট-বার্তায় তিনি লিখেছেন, মহান সংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর জীবন এবং উত্তরাধিকারকে সম্মান জানাই। সামাজিক প্রগতির প্রতি তিনি ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান জ্ঞানের শক্তি এবং সহানুভূতির সাক্ষ্য বহন করে। অদম্য চেতনা দিয়ে তিনি শিক্ষা এবং নারীর অধিকারকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তা যুগে যুগে অনুরণিত হচ্ছে। অনুপ্রাণিত করে চলেছেন আমাদের। বিদ্যাসাগরের মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা, সাম্যবাদ এবং মানুষের ক্ষমতায়ণের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আইটিআই কৃতীদের অভিনন্দন জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

■ সর্বভারতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় ফের বাংলার মুখ উজ্জ্বল। আইআইটি অল ইন্ডিয়া ট্রেড টেস্টে দুরন্ত ফলাফল করেছে বাংলার ছেলেমেয়েরা। গোটা দেশে ৫০ জন শীর্ষস্থানাধিকারীদের মধ্যে বাংলা থেকে ৮ জন! এমন ফলাফলে আপ্লুত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ট্যুইটে তিনি লেখেন, ''জানাতে পেরে আমি খুব খুশি হলাম যে আমাদের আইআইটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা অল ইন্ডিয়া ট্রেড টেস্টে দারুণ ফলাফল করেছে। চলতি বছর (২০২৩) বিভিন্ন কোর্স বিভাগ থেকে সারা দেশে ৫০ জন টপারের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৮ জন আইআইটি পড়ুয়া রয়েছেন, রাজ্যের নিরিখে যা দেশে সর্বোচ্চ। তাঁদের মধ্যে চারজন ছাত্রী।''

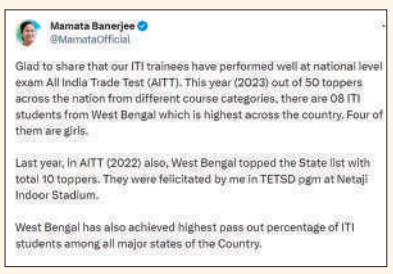

মুখ্যমন্ত্রীর আরও সংযোজন, ''গত বছরও এই পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ মোট ১০ টপারের সঙ্গে রাজ্যগুলির তালিকায় শীর্ষে ছিল। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আমরা তাঁদের সংবর্ধনা দিয়েছিলাম। এছাড়াও গোটা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ আইটিআই ছাত্রদের সর্বোচ্চ পাসের শতাংশের হারে সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করেছে। জয় বাংলা!''

রাজ্যের ১৩০টি এলাকা চিহ্নিত করে চলছে বিশেষ নজরদারি

ডেঙ্গির প্রকোপ কমছে জানালেন মুখ্যসচিব

প্রতিবেদন : রাজ্যে ডেঙ্গির প্রকোপ কমতে শুরু করেছে। আগামী সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বলে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী জানিয়েছেন। নবান্নে আজ সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, দু'সপ্তাহ আগে রাজ্যে ডেঙ্গু সংক্রমণ শীর্ষে উঠেছিল। কিন্তু তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। বর্তমানে রাজ্যে ২০০০-এর মতো মানুষ ডেঙ্গি আক্রান্ত। আগামী দিনে তা আরও কমবে। কাজেই আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। মানুষকে সতর্ক থাকার এবং জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করার তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। মুখ্যসচিব জানিয়েছেন, এবার আধাশহর এলাকাগুলিতে সব থেকে বেশি ডেঙ্গি সংক্রমণ ছড়িয়েছে। এরকম ১৩০টির মতো এলাকাকে চিহ্নিত করে বিশেষ নজরদারি চালানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আবর্জনা ও জমা জল সাফাইয়ের পাশাপাশি

মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ডেঙ্গি দমনের সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের ছুটিও বাতিল করা হয়েছে। গরিব ও বস্তিবাসীদের মধ্যে আজ থেকে ১ লক্ষ মেডিকেটেড মশারি সহ পাঁচ লক্ষ মশারি বিলি করা শুরু হয়েছে। এদিকে ডেঙ্গিতে রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের। মৃতার নাম প্রিয়া রায়। তিনি দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা ছিলেন। সোমবার রাতে এম আর বাঙুরে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। কয়েকদিন আগেই প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন প্রিয়াদেবী। পরীক্ষা করাতেই তাঁর ডেঙ্গি ধরা পড়ে। বাড়িতে চিকিৎসা চলছিল। প্রথমে রক্তের প্লেটলেট ঠিকই ছিল। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। সোমবার তাঁকে এম আর বাঙুরে ভর্তি করা হয়। তাঁর শরীরে ডেঙ্গি শক সিনড্রোম ছিল। বেশ কয়েকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে গিয়েছিল। আইসিইউতে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু হয়। এদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তবে ডেঙ্গি নিয়ে তৎপর রয়েছে রাজ্য সরকার। সোমবারই এই বিষয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করা হয় নবান্নে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব। জনগণকে সচেতন করতে ইতিমধ্যে পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইনও দিয়েছে রাজ্য সরকার। সেখানে ডেঙ্গির উপসর্গ নিয়েও সচেতন করা হয়েছে।

মশা নিধনে অভিনব উদ্যোগ শহরে টেমিফস ছড়াবে পুরসভা

প্রতিবেদন : বাজারচলতি কীটনাশকে ডেঙ্গির মশার লার্ভার ধ্বংস করতে অনেকটাই সময় লাগে। কিন্তু কলকাতা পুরসভার সৌজন্যে এবার মুশকিল আসান। ডেঙ্গির মশার লার্ভা মারতে ম্যাজিকের মতো কাজ করছে টেমিফস ৫০% ইসি। যেখানে মাত্র তিন সেকেন্ডে মারবে মশার লার্ভা! কিন্তু ন্যাশনাল ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রামের অনুমোদিত এই কীটনাশক দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না। সাধারণের পক্ষে তা সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। তাই এই কীটনাশক সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হলে আবেদন করতে হবে কলকাতা পুরসভার মুখ্য পতঙ্গবিদ ডাঃ দেবাশিস বিশ্বাসকে। সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারি সংস্থা যেভাবে কেনে সেভাবে সাধারণ মানুষও সংগ্রহ করতে পারবে ওই কীটনাশক। দশ লিটার জলে ১৫ এমএল টেমিফস মিশিয়ে তা স্প্রে করতে হয়। ইতিমধ্যেই ড্রোন উড়িয়ে এই কীটনাশকই ছড়াচ্ছে কলকাতা পুরসভা। যাতে উপাদান হিসাবে রয়েছে অ্যালকাইল অ্যারিল সালফোনেট এবং পলি অক্সি ইথাইলিন। কলকাতা পুরসভার মুখ্য পতঙ্গবিদ ডাঃ দেবাশিস বিশ্বাস জানিয়েছেন, এডিস ইজিপ্টাইয়ের লার্ভার জন্য টেমিফস ৫০% ইসি আদতে কন্টাক্ট পয়জন। অর্থাৎ এর সংস্পর্শে এলেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মারা যায় এডিস ইজিপ্টাইয়ের লার্ভা।

এদিকে আলিপুর বডিগার্ড লাইনে মশার লার্ভা মারার জন্য 'স্মোক ফগার' যন্ত্র কেনার যন্ত্র কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। এই 'স্মোক ফগার' যন্ত্র কেনার জন্য ৭০ হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যন্ত্রটি পেট্রোলে চললেও তার ভিতর রাসায়নিকের সঙ্গে মেশানো হবে ডিজেল। এক ঘণ্টায় ২৫ লিটার রাসায়নিক মিশ্রিত তেল ধোঁয়ার আকারে পুরো বডিগার্ড লাইনে ছড়ানো হবে। পুলিশের আশা, এতে মশার লার্ভা নিধন করে রোগ নিয়ন্ত্রণে আনা যাবে। পুলিশকর্মী ও আধিকারিক এবং তাঁদের পরিবারের লোকেরা যাতে ডেঙ্গি বা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত না হন, সেইজন্য এখন থেকেই সতর্ক করা হয়েছে।

■ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও অন্যরা। মঙ্গলবার বিধানসভায়।

■ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'মহাসাগর বিদ্যাসাগর' নামে একটি বই প্রকাশ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দিলেন শংসাপত্র। সংবর্ধনা দেওয়া হল শিক্ষাবিদ গৌতম ভদ্রকে। বিদ্যাসাগর অ্যাকাডেমিতে। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাসচিব মণীশ জৈন।

কৃষ্ণনগর ঘরানার ছোট দুর্গা এবার কুমোরটুলিতে

চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালির মহোৎসব দুর্গাপুজোর কর্মযজ্ঞের মূল কারিগর কুমোরটুলি। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে চলছে চরম কর্মব্যস্ততা। দিন-রাত এক করে কাজ করছেন মৃৎশিল্পীরা, ছুটি মিলবে সেই দীপাবলির পর। ওয়ার্কশপ থেকে একে একে মূর্তি রওনা দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। মাঝে মাঝে কয়েক পশলা বৃষ্টি কাজে ব্যাঘাত ঘটালেও, বৃষ্টি থেকে বাঁচতে অনেক মূর্তিই মুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্লাস্টিকে। শিল্পীরা জানালেন, এই বছর বড় মূর্তির পাশাপাশি ঝোঁক বেড়েছে ছোট মূর্তি কেনার।

শিল্পী বঙ্কিম পাল বললেন, বংশ পরম্পরায় তিনি তৈরি করছেন ছোট ছোট দুর্গা প্রতিমা। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল যে তিনি মূলত কৃষ্ণনগরের পুতুল তৈরির ঘরানা থেকেই ছোট প্রতিমা তৈরি করেন বছরের পর বছর।

বংশপরম্পরায় অনেক পুরুষ ধরে তাঁরা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত। গত লকডাউনের সময় না খেতে পাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তবে এবার কুমারটুলির অর্ডারের পরিস্থিতি বেশ ভাল। মূলত ১৫ ইঞ্চি এবং ২৪ ইঞ্চি এই দুই মাপের ৬০টি ঠাকুরের অর্ডার পেয়েছেন এ বছরেও। কারা মূলত নেয় এই ছোট প্রতিমা? শিল্পী জানালেন, বিশ্ববাংলার বিভিন্ন স্টলের পাশাপাশি বিমানবন্দরেও শোভা পাবে তাঁর এই শিল্পকীর্তি। বেশ কয়েকটি আবাসনেও এবার ছোট প্রতিমা পূজিতা হবেন। এমনকী, দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে যাচ্ছে তাঁর শিল্পকীর্তি। তিনি দাবি করেন, বড় প্রতিমার তুলনায় ছোট প্রতিমা তৈরিতে অনেক বেশি মুন্সিয়ানা দেখাতে হয়। তাঁর প্রতিমা ছোট হলেও, মায়ের পরনে নানান রঙের পছন্দের শাড়ি পরিয়ে তিনি তিনি মাকে আরও মোহময়ী করে তোলেন। এরই পাশাপাশি, তিনি বলেন যে মায়ের আকৃতি ছোট হওয়ায় পুজোর বাজেটও অনেক কমে যায়।

প্রবীণ প্রতিমাশিল্পী জানালেন, গতবছরের তুলনায় অবশ্য এই বছর মূর্তির চাহিদা বেশি। দুর্গাপুজোয় খুব একটা ক্ষতির সম্মুখীন হবে না কুমোরটুলি।

সম্পাদকীয়

27 September, 2023 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাহস আছে?

প্রতিবাদ-প্রতিরোধে ক্রমশ উত্তাল হচ্ছে বাংলা। বিক্ষোভের প্রস্তুতি চলছে সর্বত্র। আছড়ে পড়বে দিল্লিতে। বাংলার বিরুদ্ধে বঞ্চনার জবাব চাইবেন প্রত্যেকটি মানুষ। ৫০ লক্ষ চিঠি পৌঁছে যাচ্ছে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে, পঞ্চায়েতমন্ত্রীর কাছে। এই চিঠিতেই থাকছে বাংলার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ হবে এবার সামনা-সামনি, দিল্লিতে। তার প্রস্তুতি বাংলা জুড়ে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে থেকেই তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করেছিলেন, অন্যায়, অযৌক্তিক এবং প্রতিহিংসায় বাংলার পাওনা টাকা আটকে রেখেছে বিজেপি সরকার। ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা-সহ প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা। বারবার দরবার করা হয়েছে দিল্লিতে। কখনও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জবাব চেয়েছেন, কখনও চিঠিতে জানতে চেয়েছেন দলের সুপ্রিমো। কিন্তু জবাব দেননি প্রধানমন্ত্রী কিংবা সংশ্লিষ্ট দফতরের মন্ত্রী। অনৈতিক কাজ করছেন জানেন, তাই যতবার পঞ্চায়েতমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া হয়েছে, তিনি এড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দিল্লিতে যে বিক্ষোভ কর্মসূচি হবে তাকে এড়াবেন কী করে? প্রধানমন্ত্রী কিংবা পঞ্চায়েতমন্ত্রী, আপনাদের বুকের পাটা থাকলে, মোকাবিলা করার সাহস থাকলে বিক্ষোভ মঞ্চে এসে জানিয়ে যাবেন, কেন টাকা আটকে রেখেছেন? কেন বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করেছেন? জবাব যদি না দেন, ২০২৪-এ মানুষই আপনাদের জবাব দেবেন।

সফরের লগ্নিচুক্তি রূপায়ণে কাজ শুরু

(প্রথম পাতার পর)

স্পেন থেকে চারটি বণিকসভার প্রতিনিধি দল আসবে। যাদের মধ্যে লুলু গোষ্ঠীর কর্তারাও থাকবেন। কাদের সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করবেন, তারও প্রাথমিক আলোচনা হয়।

স্পেন ও দুবাইয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাম্প্রতিক শিল্পসফর এককথায় ঐতিহাসিক। স্বাক্ষরিত হয়েছে একাধিক মউ। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও হয়েছে। সেগুলি নিয়ে রিভিউ বৈঠকে মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ছাড়াও ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বরাষ্ট্রসচিব বি পি গোপালিকা, শিল্পসচিব বন্দনা যাদব, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প দফতরের সচিব রাজেশ পাণ্ডে, শিক্ষাসচিব মণীশ জৈন, বন দফতরের সচিব বিবেক কুমার-সহ বিশিষ্টরা। স্পেনে লা-লিগা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মউ হয়েছে। লা-লিগা বাংলায় ফুটবলের উন্নয়নে অর্থাৎ ফুটবলার ও কোচদের ট্রেনিং দেবে। যাদবপুরের কিশোরভারতী স্টেডিয়াম মুখ্যমন্ত্রী তাদের দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুখ্যসচিব মনে করিয়ে দেন, মহিলা ফুটবলার তৈরির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। স্পেনীয় ভাষা শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কলকাতা, যাদবপুর ও রবীন্দ্রভারতীতে ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। যেকোনও একটিকে ভাষা শিক্ষার কেন্দ্র করা হবে। ভারত থেকে প্রচুর পড়ুয়া উচ্চশিক্ষার জন্য যান। স্প্যানিশ জানা থাকলে সুবিধা। এ-নিয়ে উচ্চশিক্ষা দফতর এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম ও স্কলারশিপের ব্যাপারে কথা বলছে স্পেনের ডিরেক্টর জেনারেল ও ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কলকাতার বেশ কয়েকটি সংস্থা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে কাজ করছে। তাদের সঙ্গে কাজের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কলকাতা বইমেলা আয়োজক গিল্ডের সঙ্গে মাদ্রিদ বইমেলা কর্তৃপক্ষের মউ হয়েছে। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, বই প্রকাশনা, বইমেলার আয়োজন-সহ একাধিক বিষয়ে স্পেনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ হবে। পাশাপাশি ঘরের ছেলেকে ঘরে ফেরানোর গুরুত্বপূর্ণ কাজটি শিল্পসফরে করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পিসিএম গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের কমল মিত্তাল মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে প্রথম দফাতেই ২৫০ কোটির লগ্নির কথা ঘোষণা করেছেন। মুখ্যসচিব জানান, উত্তরের শিলিগুড়িতে ১৫০ কোটি বিনিয়োগে ইথানল কারখানা হবে। প্রতিদিন ২ লক্ষ লিটার ইথানল উৎপাদন হবে। মিত্তালদের রেলের স্লিপার তৈরির আধুনিক ইউনিটও হবে উত্তরে। লগ্নি ১০০ কোটি। জলপাইগুড়িতে মিত্তালদের পুরনো কারখানা আরও বড় হবে। বাংলায় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির একাধিক কারখানা আছে। এক্ষেত্রেও স্পেন। স্পেনের বিখ্যাত বস্ত্র নির্মাতা টেম্পের ডিরেক্টর জোশ ম্যানুয়াল ফোর্সের বৈঠক হয়। টেম্পে গ্রুপ ১০০ একর জমির উপর জুতোর কারখানা তৈরিতে আগ্রহী। লুলু গোষ্ঠীর রিটেল স্টোরে বিশ্ববাংলার প্রোডাক্ট বিক্রির ব্যাপারেও আলোচনা হয়। মুখ্যসচিব বলেন, লুলু গোষ্ঠী মল তৈরির পাশাপাশি খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণেও বিনিয়োগে আগ্রহী। তাদের কোথায় জমি দেওয়া যায় সে নিয়ে এদিন বৈঠকে কথা হয়। লুলু গ্রুপ শীঘ্রই ভারতে প্রতিনিধি দল পাঠাবে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ বৈঠক হয়। বাংলায় বিনিয়োগে তারাও বাংলায় প্রতিনিধি দল পাঠাবে। সবমিলিয়ে কর্মসংস্থান কত হবে তা চুক্তিগুলি রূপায়িত হলে স্পষ্ট হবে। বিজিবিএস-এ স্পেন পার্টনার কান্ট্রি হবে জানান তিনি। বানতলার লেদার কমপ্লেক্স নিয়েও আগ্রহ। যৌথ উদ্যোগে রেডিমেড গারমেন্টস কারখানা স্থাপনের কথাও হয়েছে। সব মিলিয়ে মাদ্রিদের ৩৭টি, বার্সেলোনার ৫৪টি ও দুবাইয়ের ১৩৫টি সংস্থা বাংলায় শিল্পে লগ্নিতে আগ্রহী। এতটুকু সময় না নিয়ে সেই আগ্রহ রূপায়ণে কাজ শুরু করে দিল রাজ্য।

চারিদিকে যা যা ঘটে চলেছে

ভারতে ঘটমান বর্তমানটি মোটেই আনন্দপ্রদ নয়। চতুর্দিকের ঘটনাবলি অবলোকনে হৃৎপিণ্ডে হর্ষের পরিবর্তে মেরুদণ্ডে হিমস্রোত প্রবহমান হয়। এই ভারত আমাদের অনাকাঙ্ক্ষিত, অবাঞ্ছিত। লিখছেন দেবলীনা মুখোপাধ্যায়

অকুস্থল নূহ। জুলাই মাসের শেষে এখানকার বড়কালি চকে গেরুয়াপক্ষের উদ্যোগে আয়োজিত জলাভিষেক যাত্রায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়েছিল। রাজস্থানের জোড়া খুন জুনেদ-নাসির হত্যা। সেই হত্যা মামলার অভিযোগকারী ইসমাইল। ব্যক্তি পরিচয়ে নাসিরের তুতো ভাই। তাঁর বিরুদ্ধে নূহের দাঙ্গায় জড়িত থাকার মামলা রুজু করেছে হরিয়ানার পুলিশ। নূহর এসপি নরেন্দ্র বিজারনিয়া সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, ইসমাইল জাতিদাঙ্গায় জড়িত ছিল, এই মর্মে একটি অভিযোগ তাঁরা পেয়েছেন, আর তারই ভিত্তিতে এই পুলিশি পদক্ষেপ। ২৫ বছর বয়সি নাসির আর ৩৫ বছর বয়সি জুনেদ, দু'জনেই রাজস্থানের ভরতপুর জেলার ঘটমিকা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। স্বঘোষিত গোরক্ষকদের হাতে তাঁদের মৃত্যু হয়। এবছরই ফেব্রুয়ারি মাসে হরিয়ানায় ভিওয়ানি জেলায় একটি পোড়া গাড়ি থেকে তাঁদের দু'জনের দগ্ধ শরীর উদ্ধার হয়। ওই হত্যা মামলায় পাঁচজন অভিযুক্তের অন্যতম বজরং দলের সদস্য মনু মানেসর। মূলত তাঁকে কেন্দ্র করেই নূহের দাঙ্গা সংঘটিত হয়। নূহর দাহ্গায় দোকানপত্রে অগ্নিসংযোগ, ছ'টি মোটর সাইকেল পোড়ানো থেকে শুরু করে পুলিশের ওপর লোহার রড ও লাঠি নিয়ে আক্রমণ-সহ বিবিধ অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। সেই দাঙ্গা সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ইসমাইল কোনও সমন পাননি, পুলিশের তরফে কেউ তাঁকে ডেকে পাঠায়নি। কিন্তু গোরক্ষকদের হাতে জোড়া খুনের মামলায় যাতে তিনি জবানবন্দি দিতে না পারেন, সেটা নিশ্চিত করতেই উঠেপড়ে লেগেছে হরিয়ানা পুলিশ। তাই নূহের দাঙ্গায় তাঁকে জড়ানো হয়েছে। এমনটাই বলছেন সবাই।

অকুস্থল নয়া সংসদ ভবন। বহুজন পার্টির সাংসদ দানিশ আলি। তাঁর ধর্মপরিচয়কে ইঙ্গিত করে ঘৃণাপূর্ণ বিদ্বেষমূলক মন্তব্য রমেশ বিধুরির। রমেশ বিধুরি বিজেপির সাংসদ। সংসদে দাঁড়িয়েই তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ দানেশ আলির বিরুদ্ধে অকথা কুকথার বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। সংসদে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণের পর সংসদের বাইরে রাস্তায় পিটিয়ে মারার হুমকি দিয়েছেন বলেও অভিযোগ। বিধুরির 'কাটুয়া', 'মোল্লা উগ্রবাদী', 'আতঙ্কবাদী' ইত্যাদি নোংরা মন্তব্যগুলো নাকি দানিশের প্ররোচনায় মেজাজ হারানোর ফলশ্রুতি। রমেশ বিধুরির ওইরকম 'ভার্বাল কিলিং' নিয়ে পদক্ষেপের কোনও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না বিজেপির তরফে। এই হল মোদি শাসিত বর্তমান ভারতের চালচিত্র।

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে রাজা-রাজড়ারা রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং নিজেদের শাসনকালের গৌরব প্রকাশের জন্য নিত্য নতুন স্থাপত্য নির্মাণ করতেন। সেইসব কীর্তি দেশবিদেশ থেকে পর্যটকদের আকর্ষণ করে আনত। রাজ্যের সাংস্কৃতিক গৌরবের অভিজ্ঞান হয়ে যুগান্তরেও বিরাজ করেও সেইসব স্থাপত্য। ব্রিটিশরাও নেটিভদের থেকে উন্নততর সংস্কৃতির অধিকারী এটা বোঝানোর জন্য তারা নানা জায়গায় নানা বাড়িঘর তৈরি করেছে। ব্রিটিশ শাসনের শেষের দিকে এরকম প্রাসাদ পরিকল্পনা অধিকমাত্রায় হয়েছে। লুটিয়েনের দিল্লি তারই ফসল। সেখানেই পার্লামেন্ট হাউসকে, ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ হাউসকে, সাম্রাজ্যবাদের আসল হিসেবে শনাক্ত করেছিলেন ভগৎ সিং। প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন। কম মাত্রার বোমা ছুঁড়েছিলেন। তারপর তাঁর আত্মসমর্পণ।

১৫ অগাস্ট, ১৯৪৭-এ নেহরু যখন মধ্যরাত্রে দিচ্ছিলেন তাঁর বিখ্যাত ভাষণ 'Tryst with destiny', তখনও ঔপনিবেশিক শাসনের স্মারক এই ভবন ছিল গণপরিষদ বা সংবিধান প্রণেতাদের সভাগৃহ। ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০-এ যখন সেই সংবিধান গৃহীত হল, তখন ওই ভবনটাই নতুন আত্মপ্রকাশ করা ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রথম সংসদ বা আইনসভা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করল। গত ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর সেই সংসদ ভবনটাকেই যেন খাটো করে দেখানো হল সংসদের বিশেষ অধিবেশনে, নয়া সংসদ ভবনে। সেখানে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্মারক ব্রিটিশদের দেওয়া সেঙ্গল অধিষ্ঠিত হল। সেই অধিষ্ঠানে যেন ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের তাবৎ নিজস্বতা অসম্মানিত হল। এবং সেই অসম্মান মোদি শাসিত বর্তমান ভারতের চালচিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

এবং সেই অসম্মানের ঘণীভবন প্রত্যক্ষগোচর হল সংসদের ভিতরকার আলোচনায় ও বিতস্তায়।

নয়া সংসদ ভবনে মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ করা হল। সবাই সাদরে সেটিকে স্বাগত জানাল। কিন্তু বিলটা কেবল অধ্যাদেশ হয়েই রয়ে গেল, কবে কার্যকর হবে সেটার অনির্দেশ্য অবস্থার কোনও বদল হল না।

নয়া সংসদ ভবনের স্থাপত্য, চাকচিক্য, জমকালো ভাব, সবকিছু যেন যে সংগ্রামের পরিণতিতে এই সংসদীয় গণতন্ত্র ভারত অর্জন করেছে সেটাকে নস্যাৎ করার একটা সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়

নয়া সংসদ ভবনের স্থাপত্য, চাকচিক্য, জমকালো ভাব, সবকিছু যেন যে সংগ্রামের পরিণতিতে এই সংসদীয় গণতন্ত্র ভারত অর্জন করেছে সেটাকে নস্যাৎ করার একটা সুনির্দিষ্ট অভিপ্রায়। রাস্তা ও শহরের নব নামকরণ উৎসবে যাঁরা উপেক্ষিত তাঁদের প্রতি উপেক্ষাই অনিবার্য হয়ে রয়ে গেল এই সংসদের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।

নয়া সংসদ ভবনে যখন বিরোধীপক্ষের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সাংসদ তাঁর ধর্মীয় পরিচয়ের সৌজন্যে কুৎসিত বিশেষণে ভূষিত হন, তখন অনুভূত হয়, নয়া সংসদ ভবন আদতে শাসক শিবিরের ঘৃণা চাষের খেত।

মিশরীয় সভ্যতার পিরামিড আর মমির কথা বলতে গিয়ে ইতিহাসবিদরা বলেন, সেগুলো অর্থব্যয়ের দুর্দান্ত দৃষ্টান্ত হতে পারে, কিন্তু সেগুলোর নির্মাণে মিশরের নৈতিক পরম্পরার কোনও উন্নতি সম্ভবায়িত হয়নি।

চারিদিকের পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, এই জমানা অব্যাহত থাকলে, আগামীতে বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত এই সংসদ ভবনটির সম্পর্কেও আমাদের একই কথা বলতে, লিখতে ও শুনতে হবে।

একুশ শতকের স্থাপত্যেও মধ্যযুগীয় অন্ধকার চাপা পড়ছে না। এটা ভাবনার এবং দুঃখের কথা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উল্টোডাঙা গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ফর গার্লসের হীরকজয়ন্তী বর্ষ। চলছে প্রদর্শনী। উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর শান্তিরঞ্জন কুণ্ডু

কনভেনশনে মন্ত্রী

■ বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত এক সিম্পোসিয়ামে বক্তব্য পেশ করছেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। মঙ্গলবার।

রানিনগরে স্থগিতাদেশ

■ আজ, বুধবারও হবে না মুর্শিদাবাদের রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন। গতকাল, মঙ্গলবার ফের নির্বাচনে স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। পরবর্তী শুনানি ২৯ সেপ্টেম্বর। সেদিন পর্যন্ত বোর্ড গঠনে স্থগিতাদেশ থাকবে। বিচারপতি সিনহা জানান, কবে নির্বাচন হবে রাজ্যকে ১৯ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জানাতে হবে।

মহিলা সম্মেলন

■ মধ্যমগ্রামে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা, সাংসদ ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, মন্ত্রী রথীন ঘোষ প্রমুখ।

ছাদ ভেঙে জখম ১০

■ দুর্গামণ্ডপের নির্মীয়মাণ ছাদ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে জখম হলেন ১০ জন শ্রমিক। সোমবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ সাঁকরাইলের মানিকপুরের ঘটনা। পুলিশ জানায়, দুর্গামণ্ডপের ছাদ হয়েছিল সোমবারই। রাতে তার নিচেই বসে ছিলেন একদল শ্রমিক। আচমকাই সদ্য ঢালাই হওয়া ওই ছাদের একাংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ছাদের ভগ্নাবশেষ চাপা পড়ে যান শ্রমিকরা। খবর পেয়ে উদ্ধারকাজে ছুটে আসে সাঁকরাইল থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসেন এলাকার বিধায়ক প্রিয়া পাল।

এবার নয়া বিপ্লব ■ ১৬ জেলায় ৬৫টি ট্যুর প্যাকেজ রাজ্যের

নিরাপদ-নিশ্চিন্তে পুজো দেখতে তিনটি অভিনব প্যাকেজ ঘোষণা পর্যটনমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : ব্যতিক্রমী উদ্যোগ রাজ্য পর্যটন দফতরের। পুজোকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে এবারে বিশেষ আয়োজন রাজ্যের। শুধুমাত্র পর্যটনের ক্ষেত্র বা পর্যটক আবাস করেই থামছে না, এবার নিরাপদ ও নিশ্চিন্তে পুজো দেখার জন্য তিন প্যাকেজ আনল রাজ্য সরকার। কলকাতা এবং জেলার পুজো দেখার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগও পাওয়া যাবে রাজ্যের বিশেষ ব্যবস্থাপনায়। কলকাতার নামী বনেদি বাড়ির পুজো দেখানোর পাশাপাশি জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গাবন্দনাও দফায় দফায় দেখিয়ে আনবে রাজ্য পর্যটন দফতর। একইসঙ্গে ঠাকুর দেখা, খাওয়া-দাওয়া এবং গল্প-আড্ডার সুযোগ মিলবে এবারে। পুজোয় প্রতিমা দেখার এই বিশেষ আকর্ষণীয় প্যাকেজ তিনটি হল— উদ্বোধনী, সনাতনী ও হুগলি সফর। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শেই পুজোয় দর্শনার্থীদের জন্য এসি বাসে খাওয়া-দাওয়া দিয়েই অভিনব জন-পরিষেবা দিচ্ছে পর্যটন নিগম। মঙ্গলবার পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন সল্টলেকের উদয়াচল ট্যুরিস্ট ভবনে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করলেন রাজ্যের এই অভিনব উদ্যোগের কথা। বললেন, সরকারি ট্যুরিজমের পরিষেবায় সাধারণ মানুষের বিশ্বাস

রাজ্যের পর্যটন ও তথ্য সংস্কৃতি দফতরের যৌথ উদ্যোগে 'পুজো পরিক্রমা ২০২৩'। সল্টলেকের অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও প্রধান সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী।

অনেক বেশি। অনেক কম টাকায় নিরাপদে ও নিশ্চিন্তে সফর করতে পারেন। বহু ভ্রমণবিলাসী মানুষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে এমন প্যাকেজ চালু করা হল। ইউনেস্কোর তরফে হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়ায় এ-বছরও বিদেশি পর্যটকদের জন্যও স্পেশাল প্যাকেজের ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেও জানান পর্যটনমন্ত্রী।

পুজোর সময় বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরাঁ সংস্থা ছাড়াও অনুমোদিত নামী ট্রাভেল এজেন্সিকে নিয়ে এদিন সল্টলেকের উদয়াচলে দীর্ঘ বৈঠক করেন পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। পরে সাংবাদিকদের কাছে 'পুজো পরিক্রমা ২০২৩' নামে নতুন তিনটি নয়া ট্যুরিস্ট প্যাকেজ ঘোষণা করেন পর্যটনমন্ত্রী। মন্ত্রীর কথায়, এই প্রথম পর্যটন দফতর ১৬টি জেলায় ৬৫টি ট্যুর প্যাকেজ চালু করছে। পর্যটন নিগমের ওয়েবসাইটে প্রতিটি প্যাকেজে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে, কোন হোটেলে রাখা হবে, কী কী খাওয়া-দাওয়া দেওয়া হবে তাও আগে দেখে নিতে পারবেন ইচ্ছুক পর্যটকরা। মূলত প্রকৃতির কোলে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসার সুযোগ মিলবে এই প্যাকেজে। প্যাকেজগুলির মধ্যে রয়েছে— পাহাড়, জঙ্গল, হেরিটেজ ও সংস্কৃতি, প্রকৃতি, বিচ ও উইকেন্ড ট্যুর। একই সঙ্গে রাজ্যে পর্যটন দফতর যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ধর্মীয় পর্যটনে বিশেষ সার্কিট চালু করছে তাও জানান ইন্দ্রনীল সেন। তাঁর কথায়, বাংলার সমস্ত ধর্ম ও সংস্কৃতিকে এই সার্কিটে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। উত্তরবঙ্গে ৮৮টি ধর্মীয় স্পটে নিয়ে যেতে ১০টি সার্কিট, রাঢ়বঙ্গে ৫৫টি ধর্মীয় স্পটে ১২টি সার্কিট, রাঙামাটির জোনে ৮৪টি ধর্মীয় ক্ষেত্রের জন্য ৩৩টি সার্কিট বাছাই করা হয়েছে। গাঙ্গেয় অংশে দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া ও হুগলিতে ১২৫টি ধর্মীয় ক্ষেত্রকে ২৮টি সার্কিটে জুড়ে নিয়ে যাওয়া হবে সরকারি ব্যবস্থাপনায়।

পর্যটনমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, উদ্বোধনী প্যাকেজে রাতে কলকাতার নামী সর্বজনীন পুজো পরিক্রমা হবে। এসি বাসে ডিনার নিয়ে মাথাপিছু খরচ ২০৯৯ টাকা। 'সনাতনী' প্যাকেজে সকালে কলকাতার বনেদি বাড়ির পুজো পরিক্রমা হবে এসি বাসে। ব্রেকফাস্ট ও শোভাবাজার রাজবাড়ির ভোগ-সহ মাথাপিছু প্যাকেজ ১৯৯৯ টাকা। জেলার পুজো দেখতে 'হুগলি সফর' প্যাকেজে দিনভর জেলার দর্শনীয় পুজো পরিক্রমা হবে। এসি বাসে থাকবে সকাল ও দুপুরের খাবার। মাথাপিছু ব্যয় ৩৪৯৯ টাকা। ইন্দ্রনীল জানান, করোনা পরবর্তী ফি-বছর পুজো পরিক্রমা প্যাকেজে পর্যটন দফতর ৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। হোম-স্টে পরিষেবায় বাংলা দেশের শীর্ষতম স্থানে। রাজ্য সরকার এই হোম-স্টে বিভাগে দেশের সেরা পুরস্কার পাবে বুধবারই।

সবমিলিয়ে পুজোর আনন্দকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ প্রতিফলিত হচ্ছে পর্যটন দফতরের অভিনব ভাবনায়।

কলকাতার ট্রাফিক মডেল রাজ্যেও

সংবাদদাতা, হাওড়া : কলকাতার শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা দেশের সমস্ত বড় শহরের থেকে ভাল। শহর কলকাতায় দুর্ঘটনার সংখ্যা দেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। কলকাতা শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ মডেল এবার সারা রাজ্যে চালু হবে। মঙ্গলবার শিবপুর ক্যারি রোড মোড়ে এক ট্রাফিক সচেতনতা শিবিরে এসে একথা বললেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরি, হাওড়ার মুখ্য পুর প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী, প্রাক্তন মেয়র পারিষদ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া সদর জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি পার্থ বোস সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, কলকাতা শহরে ইলেকট্রনিক নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এতে বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। এর ফলে ট্রাফিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। আমরা এই ব্যবস্থা সারা রাজ্যে চালু করব। এর জন্য দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকাগুলি চিহ্নিত করে সেখানে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কলকাতা শহর ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে সারা দেশে যেমন প্রথম স্থানে রয়েছে, সমগ্র রাজ্যেও

সচেতনতা শিবিরে পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুরো ট্রাফিক ব্যবস্থাকে একটি শৃঙ্খলায় আনা হচ্ছে। বেপরোয়া গতিতে যান চলাচল বন্ধ করতে সচেতনতার ওপরও বিশেষ জোর দিতে হবে। পরিবহণমন্ত্রী জানান, রাজ্যের টোটো চলাচলকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আনা হবে। সমস্ত বেআইনি ই-রিক্সা, টোটো প্রস্তুতকারী সংস্থার বিরুদ্ধে এফআইআর করে সেগুলিতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। যেসব টোটো রাস্তায় চলছে সেগুলিকে একটি নিয়মের আওতায় আনতে রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলাশাসক, আরটিও, পঞ্চায়েত বা পুরসভা ও টোটো ইউনিয়নগুলিকে নিয়ে বৈঠক করে একটি সুস্পষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা হবে।

অপসারণের নির্দেশ স্কুল পরিদর্শককে

প্রতিবেদন : অমানবিক মুর্শিদাবাদের জেলা স্কুল পরিদর্শক। ওই পদ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে অপসারণের নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি বলেন, জেলা স্কুল পরিদর্শক অন্য দফতরে চাকরি করতে পারেন, কিন্তু ওই পদে থাকার যোগ্য নন। ২০২২ সালে অসুস্থ সন্তানের জন্য বদলির আবেদন জানান মুর্শিদাবাদের বালি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা বনানী ঘোষ। আবেদন মঞ্জুর করেননি জেলা স্কুল পরিদর্শক।

গদ্দারের চূড়ান্ত অসভ্যতা স্বাস্থ্য ভবনে

প্রতিবেদন : চূড়ান্ত অসভ্যতা গদ্দারের। ডেঙ্গি নিয়ে রাজনীতি করতে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবনের সামনে রীতিমতো 'দাদাগিরি' করল দলবদলু। স্মারকলিপি দেওয়ার নামে বিনা অনুমতিতে জোর করে স্বাস্থ্য ভবনের গেট ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে গদ্দার। দিতে থাকে প্ররোচনা। গেটের মুখে পুলিশ বাধা দিতে গেলে তাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্বাস্থ্য ভবনের গেট বন্ধ করলে পুলিশকে প্রকাশ্যে হুমকি দেয় গদ্দারটা।

হাওড়ায় রাস্তা মেরামতিতে ৭ কোটি রাজ্যের

প্রতিবেদন : হাওড়া শহরের ভাঙাচোরা রাস্তা মেরামতি ও সংস্কারের জন্য ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করল রাজ্য সরকার। প্রথম পর্যায়ে ৪ কোটি ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই টাকায় মোট ১২ কিমি রাস্তা নতুনভাবে তৈরি করে ঝাঁ চকচকে করে তোলা হবে। কিছু রাস্তা সংস্কার করা হবে। কিছু রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হবে। কিছু রাস্তার প্যাচওয়ার্কও হবে।

কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে সাংসদ মালা রায়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মেনে দেগঙ্গায় যুদ্ধকালীন তৎপরতা

হানি হাব তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে

সুমন তালুকদার ● বারাসত

মধু চাষিদের আর্থিকভাবে সচ্ছল ও স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা করতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হানিহাব করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশমতো উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার কৃষক মান্ডিতে এই হানি হাব তৈরির কাজ প্রায় শেষের মুখে। রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায়, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ হাবটি নির্মাণের কাজ করছে। জেলা হটিকালচার বা উদ্যানপালন দফতরের তত্ত্বাবধানে আগামী দিনে মধু প্রসেসিংয়ের কাজ হবে। এই হাবটি চালু হলে সংগৃহীত মধুর প্রক্রিয়াকরণ হবে এখানেই। নানা রকমের মধু রাজ্যের সরকারি বিপণনকেন্দ্রে যেমন বিক্রি হবে তেমনই দেশ-বিদেশেও রফতানি করা হবে। ফলে সুন্দরবন সহ জেলার কয়েক হাজার মধু চাষিদের আর্থিক সঙ্গতি হবে, বাড়বে কর্মসংস্থান ও স্থানীয় অনুসারী ব্যবসা। পাশাপাশি মধু চাষের প্রতি মানুষের আগ্রহ আরও বাড়বে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানালেন,

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করে চলেছেন। আমাদের জেলায় বহু মধু চাষি আছেন, আমাদের জেলায় সুন্দরবন আছে। বিদেশের বাজারে সুন্দরবনের মধুর চাহিদা প্রচুর। এসব কথা মাথায় রেখেই মুখ্যমন্ত্রী দেগঙ্গায় হানি হাব তৈরির নির্দেশ দিয়েছিলেন। হাবটি চালু হলে এখানে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। মধু চাষিরা ছাড়াও স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও উপকৃত হবেন। আশা করা যায় চলতি বছরের শেষের দিকে নির্মাণকাজ শেষ হবে। আগামী বছরের মাঝামাঝি হানি হাবটি চালু করা যাবে। জেলা পরিষদের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার অরবিন্দ ভট্টাচার্য জানালেন, এই হাবটি তৈরির জন্য রাজ্য সরকার ৮ কোটি ৬০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বরাদ্দ করেছে। ৭০-৮০ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। বাকি কাজও খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। জেলা উদ্যানপালন দফতরের আধিকারিক কুশধ্বজ বাগ বলেন, এতবড় হানি হাব রাজ্যে প্রথম। হাবটি পুরোদস্তুর চালু হলে প্রতিদিন কয়েক টন মধু উৎপাদন করা যাবে। তাঁর কথায়, এখানে থাকবে উন্নয়ন ল্যাবরেটরি ও অত্যাধুনিক প্রসেসিং ব্যবস্থা। এখানে মধু চাষিদের থেকে মধু সংগ্রহ করে তার স্যাম্পেলিং করা হবে। সেগুলি পাঠানো হবে টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে। গুণগত মানের ভিত্তিতে প্রসেসিং এর পর আলাদা আলাদা গ্রেডিং করে প্যাকিং করা হবে। এর ব্র্যান্ডিংও করা হবে। তারপর মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রেডের মধু বাজারজাত করা হবে। হাবে মধু স্টোরেজেরও সুবিধা থাকবে। বিদেশের বাজারে সুন্দরবনের মধুর চাহিদা বেশি হওয়ায় সুন্দরবনের মধুর ক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। এই হাব হওয়ায় মধু চাষিরা ক্ষতির হাত থেকে যেমন বাঁচবেন তেমনি বাড়বে মধু চাষের প্রবণতা। বাড়বে ফল ও ফুলের ফলনও।

বাইক চালিয়ে টহল পুলিশ কমিশনারের

সংবাদদাতা, হুগলি : বাইক চালিয়ে পুজোর প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার। দুর্গাপুজোর দিন গোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। হুগলি জেলার বড় পুজো কমিটিগুলো প্রস্তুতি শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই। বৃষ্টির জন্য প্রস্তুতিতে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে। সময়ে মণ্ডপ শেষ করতে চলছে জোরকদমে কাজ। এরই মধ্যে সোমবার রাতে চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, ডিসি শ্রীরামপুর অরবিন্দ আনন্দকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এলাকা পরিক্রমায়। নিজেরাই বাইক চালিয়ে হঠাৎই হাজির হন উত্তরপাড়ার কয়েকটি পুজো মণ্ডপে। পুজো প্রস্তুতি কেমন চলছে খতিয়ে দেখেন। বারোয়ারির কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানলেন। দমকল বিদ্যুৎ দফতরের অনুমতি মেনে সবকিছু চলছে কি না তা নিয়ে খোঁজখবর নেন। গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর খোঁজ নিলেন। মণ্ডপে যাতে দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে

অসুবিধা না হয় সেদিকে নজর রাখতে বলেন। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ কমিশনারকে পেয়ে পুজোর আগে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানায় পুজো কমিটিগুলো। এর পাশাপাশি অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বাইকে করে উত্তরপাড়া থানা এলাকার উত্তরপাড়া, ভদ্রকালী, হিন্দমোটর, কোন্নগর, নবগ্রাম, কানাইপুর এলাকা পরিদর্শন করেন। ইতিমধ্যেই দুর্গাপুজার বাজার করতে বাজারে মানুষের ভিড়, তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে মনোবল বাড়াতে কমিশনারের এই উদ্যোগ।

রোদ উঠতেই খুশির ঝলক দেখা গেল কুমোরটুলিতে

■ প্রতিমা গড়ছেন শিল্পী বিমল পাল।

প্রতিবেদন : শরতের আকাশে ঝলমলে রোদ। মেঘমুক্ত আকাশ। আনন্দে আত্মহারা কুমোরটুলির শিল্পীরা। নিম্নচাপের কারণে টানা বৃষ্টির জেরে সমস্যায় পড়েছিলেন তাঁরা। পুজোর বাকি আর মাত্র ২৩ দিন। মহালয়ার আগেই শহরের বহু মণ্ডপে পৌঁছতে হবে প্রতিমা। কিন্তু তার আগে টানা বৃষ্টিতে শিল্পীদের কপালে পড়েছিল চিন্তার ভাঁজ। তবে মঙ্গলবারের আকাশ তাঁদের মুখে হাসি ফোটাল। কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পী বিমল পাল বলেন, আবহাওয়া চিন্তায় ফেলেছিল। আমার বেশিরভাগ ঠাকুরই যায় রাজ্যের বাইরে। সেগুলি প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছে। বাকি রয়েছে রঙের কাজ। কিন্তু স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় রং শুকোতে দেরি হয়। আবহাওয়ার কারণেই রঙের কাজে হাত দিতে পারিনি। রোদ দেখে স্বস্তি পেলাম। এবার রঙের কাজে হাত দেব। বৃষ্টির কারণে প্রতিমা শিল্পীদের পাশাপাশি সমস্যায় পড়েছিলেন শোলাশিল্পীরাও। প্রতিমার সাজ তৈরির আগে কাঁচা শোলা কড়া রোদে শুকোতে হয়। একটানা বৃষ্টিতে সেই কাজেও ব্যাঘাত ঘটেছিল। তবে রোদের ঝলক দেখে আশ্বস্ত হয়েছেন তাঁরাও। শোলাশিল্পী শম্ভু

■ প্রতিমার গহনা তৈরিতে ব্যস্ত শম্ভু মালাকার।

মালাকার বলেন, বৃষ্টির কারণে কাজ অনেকটাই থমকে গিয়েছিল। বিশেষত শোলার তৈরি প্রতিমা রাজ্যের বাইরে যায়। কাজ বাকি রয়েছে। তবে আকাশে রোদের ঝিলিক দেখে চিন্তা কমল। এবার বাকি থাকা কাজ দ্রুত শেষ করে ফেলতে হবে। তবে শরতের খামখেয়ালি আকাশ ফের কখন যে মেঘ নিয়ে হাজির হবে কেউ জানে না। তাই আকাশ পরিষ্কার থাকতে থাকতেই প্রতিমা শুকানো, রঙের কাজ যতটা সম্ভব সেরে রাখতে চাইছেন তাঁরা।

কেন্দ্রীয় সংস্থার দফতরেই ডেঙ্গির বাসা, মিলল প্রমাণ

সংবাদদাতা, বারাসত : সোমবার চাকলার লোকনাথধামের উন্নয়ন বৈঠক শেষে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অভিযোগ করেন, বিএসএনএল, রেলের মতো কেন্দ্রীয় সরকারের দফতরগুলির ফেলে রাখা যন্ত্রাংশের মধ্য জল জমে থাকায় সেখান থেকে ডেঙ্গির মশা বংশবিস্তার করছে। তারা নিজেরাও ডেঙ্গিরোধে পদক্ষেপ করছে না, রাজ্যকেও সহযোগিতা করছে না। বনমন্ত্রীর এই অভিযোগের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই হাতেনাতে প্রমাণ মিলল মঙ্গলবার। মঙ্গলবার ডেঙ্গিনিধনে নামেন বারাসত ১০ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা দেবব্রত পাল। এই ওয়ার্ড সংলগ্ন বারাসত রেল স্টেশন চত্বরেই মিলল ডেঙ্গির লার্ভা। এই প্রসঙ্গে দেবব্রত বলেন, গুরুত্বপূর্ণ এই ওয়ার্ড সংলগ্ন অংশ জুড়ে রেলের পরিত্যক্ত জিনিস, জঙ্গল ও অপরিছন্ন অফিস রয়েছে। পুরসভার স্বাস্থ্য দফতর ডেঙ্গিনিধন অভিযানে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে।

১৫০ বছর ধরে চলছে সেই একই নিয়ম ও রীতি

সৌমালি বন্দ্যোপাধ্যায়

সালকিয়ার 'ঢ্যাং বাড়ি'র দুর্গাপুজো এবার ১৫০ বছরে পড়ল। হুগলির খানাকুলের রাজহাটি গ্রামের তৎকালীন জমিদার শ্রীরাম ঢ্যাং ব্যবসার সূত্রে সালকিয়ায় চলে এসেছিলেন। পরে এখানেই ১৪, ব্যানার্জিবাগান লেনের বসতবাড়িতে ১৮৭৩ সালে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন তিনি। সেই থেকেই একই নিয়ম ও রীতি মেনে চলে আসছে ঢ্যাংবাড়ির পুজো। প্রয়াত শ্রীরাম ঢ্যাংয়ের পঞ্চম বংশধররা এখন পুজোর দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন। প্রতিমা শিল্পী, পুরোহিত ও ঢাকি পুজোর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই বংশানুক্রমিকভাবে চলে আসছে। পুজোর সূচনার কয়েক

বছর পরে শ্রীরাম ঢ্যাং 'শ্রীশ্রী দুর্গামাতা ও লক্ষ্মীমাতা সহায়' নামে একটি এস্টেট চালু করেন। এই এস্টেট দ্বারাই পুজোর যাবতীয় কাজকর্ম ও খরচাপাতি পরিচালিত হয়। জন্মাষ্টমীর দিন কাঠামোপুজোর মাধ্যমে এই বাড়িতে পুজোর সূচনা হয়। ওই দিন ভোরে বাড়ির ছেলেরা গঙ্গাস্নান করে গঙ্গামাটি তুলে আনেন। নতুন কাঁচা বাঁশ ও গঙ্গামাটি পুজো করে বাড়ির ঠাকুরদালানে সাবেক কাঠামোতে শুরু হয় প্রতিমা গড়ার কাজ। ডাকের সাজের একচালা প্রতিমাই ফি বছর তৈরি হয়। মহাষষ্ঠীর সকালে বেল-বরণ ও ঘট স্থাপন করে চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে দেবীর বোধন হয়। সপ্তমীর সন্ধ্যায় ১২ জন ব্রাহ্মণকে লুচি, ফল, মিষ্টি ও দক্ষিণা দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। অষ্টমীর দিন সন্ধিপুজোর সময় 'ধুনো পোড়ানো' হয়। বাড়ির মহিলারা মায়ের সামনে সারিবদ্ধভাবে বসে তাঁদের দু'হাতে ও মাথায় একটি করে হাঁড়ি বসানো হয়। তাতে কর্পূর জ্বালিয়ে ধুনো পোড়ানো হয়। এরপর ছোট থেকে বড়, বাড়ির সবাই সবাই ওই মহিলাদের কোলে বসে মাকে প্রণাম করে আশীর্বাদ নেন। নবমীতে হয় কুমারী পুজো। প্রতিদিন সকালে ফল, মিষ্টি ও নারকেল নাড়ু দিয়ে মায়ের ভোগ নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যায় লুচি, হরেক মিষ্টি ও ক্ষীর-রাবড়ি দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। সবটাই বাড়ির মহিলারা তৈরি করেন। দশমীর দিন চলে সিঁদুরখেলা। রাতে মাকে বরণ করে সালকিয়ারই শ্রীরাম ঢ্যাং ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। পুজোর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরাম ঢ্যাংয়ের দুই নাতি শ্যামলকৃষ্ণ ঢ্যাং নির্মলকুমার ঢ্যাং জানান, এবার আমাদের পুজোর ১৫০ বছর পূর্তি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শারদীয় উৎসব উপলক্ষে বাজারগুলিতে উপচে পড়া ভিড়। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শুরু হল পুলিশের টহল। মঙ্গলবার রায়গঞ্জের বাজারগুলিতে টহল দেয় পুলিশ

জন্মদিনে শ্রদ্ধা

মালদহে পালন করা হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। মাল্যদান করেন প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বসন্তী বর্মন। অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পুজোর বৈঠক

সুষ্ঠুভাবে পুজো সম্পন্ন করতে বৈঠক হল পুলিশের উদ্যোগে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকার পুজো উদ্যোক্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার সি সুধাকার। বৈঠকে পুজোর নিয়ম-সহ বিভিন্ন বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়। এছাড়া আইলিগুড়ি শহরে পুজোর সময় যানজট কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সেই বিষয়েও পুজো উদ্যোক্তাদের অবগত করা হয়। বলেন, পুজোর সময় নিরাপত্তার জন্য ড্রোন ব্যবহার করা হবে। এছাড়াও শহরে যানজট নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কিছু রাস্তা নো এন্ট্রি ও বেশ কিছু জায়গা ওয়ানওয়ে করা হবে।

ভুয়ো ডাক্তার ধৃত

ভিন রাজ্য থেকে আসা রোগীদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে চিকিৎসার নামে প্রতারণা। দিনের পর দিন চলছিল এমনই কারবার। কোচবিহারের শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে ছিল চেম্বার। অভিযোগ পেয়েই ব্যবস্থা নিল পুলিশ। প্রথমে আটক তারপর গ্রেফতার করা হয় ওই চিকিৎসককে। অভিযোগ, মঙ্গলবারও কয়েকজন রোগীকে ভুল বুঝিয়ে ওই ভুয়ো চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। তখনই পুলিশ ওই ডাক্তারকে ধরে ফেলে।

দুর্গতদের পাশে প্রশাসন

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার বিকেলে গাজলের বন্যাকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। এদিন তিনি অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ অন্যান্য পদাধিকারীদের নিয়ে পরিদর্শন করেন বন্যাকবলিত চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি ত্রাণ বিলির কাজও তদারকি করেছেন জেলাশাসক।

ক্ষুব্ধ মহিলারা • দফায় দফায় বিক্ষোভ • সম্পাদিকা বদলের দাবি

বিজেপির দুর্নীতি, সমবায়ে ঝুলল তালা

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের মহিলা সংঘ সমবায় সমিতিতে উঠল দুর্নীতির অভিযোগ। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে ক্ষুব্ধ মহিলারা সমবায়ের দফতরে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান। সমবায়ের সম্পাদিকা বিউটি মহান্তর পদত্যাগের দাবি জানান তাঁরা। বিক্ষোভরত স্বনির্ভর দলের মহিলাদের অভিযোগ, বিগত ২ বছর ধরে ৫ নং ভাটপাড়া সমাজ কল্যাণ মহিলা সংঘ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের বার্ষিক হিসাব পেশ করছেন না সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে ভাটপাড়া সমাজ কল্যাণ মহিলা সংঘ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের সম্পাদিকাকে দায়িত্ব থেকে সরাতে হবে। বিক্ষোভকারীর বক্তব্য, তাঁরা তাঁদের অভিযোগ ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানিয়েছিলেন কিন্তু তাতেও কোনও কাজ হয়নি। যে কারণে মঙ্গলবার ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২২টি স্বনির্ভর দলের মহিলা সদস্যারা এদিন ভাটপাড়া সমাজ কল্যাণ মহিলা সংঘ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিমিটেডের অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান। অপরদিকে বিক্ষোভের খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ আধিকারিকরা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। তবে দিনের পর দিন সমবায়ের এই কারচুপির সুরাহা না হলে ফের বিক্ষোভ দেখাবেন তাঁরা বলে হুঁশিয়ারি দেন।

গেটে তালা ঝোলালেন বিক্ষুব্ধ মহিলারা।

ডেঙ্গি সচেতনতায় দুই জেলায় হল বৈঠক ও সাফাই অভিযান

কোচবিহারে সাফাই অভিযান।

কোচবিহারে বৈঠকে অরবিন্দ কুমার মিনা, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ব্যুরো রিপোর্ট : স্বাস্থ্যভবনের নির্দেশমতো রাজ্যজুড়ে তৎপরতার সঙ্গে চলছে ডেঙ্গি রোধের কাজ। দফায় দফায় বৈঠক থেকে সাফাই অভিযান চলছে এলাকাগুলিতে। বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে পুরসভা ও জেলা প্রশাসন। ডেঙ্গি মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার কোচবিহারে হল একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। ছিলেন জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, অন্যান্য ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, ডেঙ্গি প্রতিরোধে বাড়ি-রাস্তা সর্বত্র পরিষ্কার রাখতে হবে। পাশাপাশি এদিন রায়গঞ্জ ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে হল সাফাই অভিযান। ছিলেন রায়গঞ্জের বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ ব্লকের কর্মীরা। এদিন ব্লক অফিস চত্বরে বিভিন্ন জায়গায় সাফাই অভিযান চলে। জমা জল থাকলে তা নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা করা হয়। অন্যদিকে কালিয়াগঞ্জ ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে বিডিও অফিস চত্বরে সাফাই অভিযান কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিডিও প্রশান্ত রায় ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার সহ প্রশাসনের অন্যান্য কর্মীরা। পাশাপাশি স্বচ্ছ ভারত অভিযান কর্মসূচি পালিত হল হেমতাবাদ ব্লক অফিসে। এদিন ব্লক চত্বরে সাফাই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

মিড-ডে মিলে পিঠে পায়েস

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে মিড ডে মিলের খাবারে আয়োজন করা হয়েছে তালের তৈরি নানান মেনু। যা দেখে জিভে জল এল পড়ুয়াদের। আনন্দের সঙ্গে চেটেপুটে তালের বড়া, তালের ক্ষীর খেল হ্যামিল্টনগঞ্জের পড়ুয়ারা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৩তম জন্মদিবস উপলক্ষে এই অভিনব উদ্যোগ নিতে দেখা গেল কালচিনি ব্লকের হ্যামিল্টনগঞ্জ নেতাজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এই বিশেষ দিনটি বিদ্যালয়ে 'তাল উৎসব' রূপে পালিত হল। সেখানে বিদ্যালয়ে প্রতিদিনের মিড ডে মিলের পাশাপাশি ছিল তালের বড়া, তালের ক্ষীর ও মালপোয়া। মিড ডে মিলে এরূপ নতুন খাবার পেয়ে খুশি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও। মিড ডে মিলের রাঁধুনিদের এদিন সকাল থেকে দেখা যায় তালের খোসা ছাঁড়িয়ে, তা ঘষে রস বের করতে। বাড়তি পরিশ্রম হলেও ছোট ছোট পড়ুয়াদের মুখে হাসি দেখে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করছেন রাঁধুনিরা। আনন্দের সঙ্গে পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলে মিলে পালন করলেন তাল উৎসব। এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অঙ্কুর ঘোষ বলেন, "আমরা প্রতিবছরই এই দিনটি একটু অন্যভাবে পালন করি। এবারে তাল উৎসবের কথা মাথায় আসে। গতকাল সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। পড়ুয়ারা অনেক আনন্দ পেয়েছে।"

জম্মুতে কাজে গিয়ে মৃত্যু যুবকের

সংবাদদাতা, হুগলি : ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত হুগলির যুবক। খুনের অভিযোগ পরিবারের। কিছুদিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে জম্মুতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন কোন্নগর কানাইপুর রায়পাড়া এলাকার বাসিন্দা সুরজিৎ দাস(২৩)। কিন্তু হঠাৎ জম্মু থেকে সুরজিৎ দাসের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছয় তাঁর পরিবারের কাছে। জম্মুর রমবান জেলার বানিহাল এলাকায় কাজে গিয়েছিলেন কোন্নগরের চটকল এলাকার সুরজিৎ ও তার তিন বন্ধু। সুরজিতের পরিবারের দাবি, তাঁর বন্ধুদের কথায় অসঙ্গতি রয়েছে। প্রথমে তারা বলে, হৃদরোগে মৃত্যু হয়েছে। পরে জানায় সিঁড়ি থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের সন্দেহ বাড়ে। সুরজিতের মা সুলতা দাস বলেন, ছেলের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তদন্ত হোক।

করম বিসর্জনের শোভাযাত্রায় সাধারণের সঙ্গে সাংসদ

সংবাদদাতা,আলিপুরদুয়ার : ধামসা, মাদলের তালে করমপুজোয় মেতে উঠেছিলেন আলিপুরদুয়ারের আদিবাসী সমাজ। মঙ্গলবার সকালে কুমারগ্রামের রায়ডাক নদীর ঘাটে করম বিসর্জনে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যসভার সাংসদ তথা জেলা তৃণমূলের সভাপতি প্রকাশ চিক বাড়াইক, জেলাশাসক আর বিমলা, পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী-সহ অনেকেই। উল্লেখ্য, ফালাকাটা ব্লকের তাসাটি চা বাগানের ফুটবল মাঠে তাসাটি করম পূজা উৎসব কমিটির উদ্যোগে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হল করমপুজো। এদিন দলবদ্ধভাবে আদিবাসী মহিলা পুজোর অন্যতম উপকরণ করম গাছ সংগ্রহ করে পুজোর স্থলে নিয়ে আসেন। তারপর পুজোর বেদিতে স্থাপন করে শুরু হয় করম বা প্রকৃতির পূজা। মাঝের ডাবরি চা-বাগানে করমপুজোয় মাতেন জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী স্বয়ং। এছাড়াও কালচিনি ব্লকে বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে দিয়ে রাতে পুজো ও মঙ্গলবার সকালে করম বিসর্জন সম্পন্ন হয়। আলিপুরদুয়ার জেলার ডীমা, বাসরা, মধু-সহ বিভিন্ন ঘাটে করম বিসর্জন শুরু হয় সকালে। ডুয়ার্সের আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্যতম বড় উৎসব করমপুজো। সারারাত ব্যাপী চলে করমপুজো এবং মঙ্গলবার সকালে করম বিসর্জন আয়োজিত হয়। ধামসা, মাদলের তালে নাচতে নাচতে করম বিসর্জনে শামিল হন সকলে।

রায়ডাক নদীর ঘাটে করম বিসর্জনে রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিক বাড়াইক।

আমার বাংলা
27 September, 2023 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পুরসভার উদ্যোগে

■ রায়গঞ্জ পুরসভার উদ্যোগে পালন করা হল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। মঙ্গলবার রায়গঞ্জ পুরসভার পক্ষ থেকে দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় পালন করা হল। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানে পুরসভা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। ছিলেন সন্দীপ বিশ্বাস, সাধন বর্মন, চৈতালি ঘোষ সাহা, বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ সমস্ত কো-অর্ডিনেটর এবং শহরের বিশিষ্টজনেরা।

উত্তরে বাজি বাজার

■ সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে ও সরকারি সহায়তায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় হচ্ছে বাজি বাজার। দীপাবলির সময় উত্তরের বিভিন্ন জেলায় আতশবাজির চাহিদা থাকে প্রচুর। এতদিন শিলিগুড়ি ছাড়া অন্য জেলায় বাজি বাজার করা হত না। কারণ নির্দিষ্ট লাইসেন্স ছাড়া আতশবাজি বিক্রি অবৈধ। আড়ালে অবৈধ বাজি বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে। আটক করা হয়েছে বাজিও। এবার প্রশাসন খোলা বাজারে বাজি বিক্রির ক্ষেত্রে রাশ টানতে চাইছে। তাই সরকারি ভাবেই বিভিন্ন জেলায় বাজি বাজার করা হচ্ছে। এই মর্মে সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির সভাপতি বাবলা রায় উত্তরবঙ্গে এসে জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

ডাকাতির আগে ধৃত

■ ডাকাতির আগেই চার যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি এলাকায় ডাকাতির জন্য জমায়েত হয় পাহাড়ের কিছু যুবক। এই খবর গোপন সূত্রে পৌঁছে যায় পুলিশের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ টুকুরিয়া মোড় এলাকায় হানা দেয়। এই ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত চারজনের বাড়ি পাহাড়ের সুখিয়াপোখরি এলাকার পক্ষরেবঙ্গে।

প্রকল্পের উদ্বোধন

■ সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ভেবে একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন হল মালদহে। কমিউনিটি হল, মালখানা ও সিসি ক্যামেরার কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন হল ইংরেজবাজার থানায়। উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গের আইজি রাজেশ যাদব, ডিআইজি মালদহ রেঞ্জ সুদীপ সরকার, জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু বক্কর প্রমুখ।

এশিয়াডে ইতিহাস গড়েছে মেয়েদের ক্রিকেট

রিচাকে অভিষেকের শুভেচ্ছা বার্তা

প্রতিবেদন : এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল সোনা লাভ করেছে। সেই দলে ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ। ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের এই সাফল্যে যথেষ্ট অবদান রয়েছে রিচার। তাই এই সাফল্যে খুশি গোটা দেশের সঙ্গে শিলিগুড়ির মানুষ ও রিচার পরিবার।

সোমবার সোনা জয়ের পরেই উচ্ছ্বসিত প্রত্যেকে। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে রিচার পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মিলি সিনহা-সহ অনেকেই। এদিন ফুল ও

শিলিগুড়িতে রিচার বাড়িতে তৃণমূল নেতৃত্ব। মঙ্গলবার।

উত্তরীয় পরিয়ে রিচার বাবা-মাকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এছাড়াও শিলিগুড়ির ক্রীড়া মহল থেকে শুরু করে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব রিচার পরিবারের সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন। এদিন পাপিয়া ঘোষ বলেন, রিচা আমাদের গর্ব। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করলাম। রিচা ভবিষ্যতে আরও ভাল খেলবেন, সেই সাফল্য কামনা করছি। অন্যদিকে বুধবার শিলিগুড়িতে ফিরছেন রিচা। আর বৃহস্পতিবার রিচার জন্মদিন। তাই রিচার সম্মানার্থে শিলিগুড়ির মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের উদ্যোগে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে রিচা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়াও এদিন রিচার বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ বলেন, আমরা খুব খুশি। প্রচুর মানুষ আসছে। অনেকদিন বাদে রিচা তার জন্মদিনে বাড়িতে থাকবে।

চা-বাগানে ঘুরছে লেপার্ড

প্রতিবেদন : সকালে চা-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘ! এমনটা দেখেই আতঙ্কে ঘুম উড়েছে মেটেলি ব্লকের কিলকোট চা-বাগানের বাসিন্দাদের। জানা

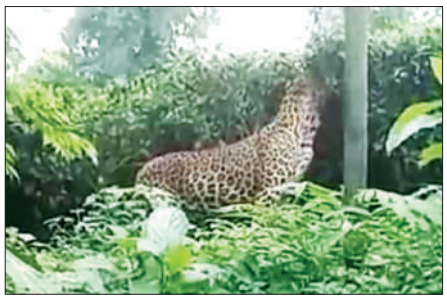

গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে চা-বাগানের ৫ নম্বর লাইনের ৯ নম্বর সেকশনে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান বাসিন্দারা। খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় বন দফতরকে। বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে বন দফতরের তরফে। পাশাপাশি বন দফতরের তরফেও নেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা। চা-বাগানের পাশে পাতা হয়েছে খাঁচা। এলাকায় রয়েছে পাহারাও। উল্লেখ্য, এতদিন রাতের দিকে চা-বাগানের জনবসতি এলাকায় চিতাবাঘটিকে দেখা যেত। বিভিন্ন বাড়ি থেকে ছাগল, মুরগি নিয়ে যেত চিতাবাঘ। এর আগে কিলকোট চা-বাগানে কাজ করার সময় চিতাবাঘের হামলায় জখম হয়েছেন বহু শ্রমিক। বন দফতরের পাতা খাঁচায় বন্দিও হয়েছে চিতাবাঘ। এবার দিনের বেলায় চিতাবাঘকে ঘুরে বেড়াতে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

রাজ্যের উদ্যোগে হেলিপ্যাড

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে রাজ্যজুড়ে এসেছে উন্নয়নের জোয়ার। এবার রায়গঞ্জে রাজ্যের উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে হেলিপ্যাড।

জমি পরিদর্শনে আধিকারিকেরা।

মঙ্গলবার এই কাজ প্রায় একধাপ এগিয়ে গেল। দিল্লি থেকে জমি পরিদর্শন করে গেলেন আধিকারিকেরা। তাঁরা এই জমি দেখে হেলিপ্যাড তৈরির উপযুক্ত জায়গা বলেও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। জেলার বিলএলআরও দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আপাতত বিশেষ হেলিকপ্টারগুলি এই হেলিপ্যাডে নামবে। এরপর পরিষেবা বাড়ানো হবে। এর আগেও রাজ্যের তরফে হেলিপ্যাড তৈরির চিন্তাভাবনা করা হয়। কিন্তু তখন উপযুক্ত জমি পাওয়া যায়নি। তবে এবারের জমিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন দিল্লি থেকে আসা আধিকারিকেরা। শীঘ্রই এখানে হেলিপ্যাড তৈরির কাজ শুরু হবে এমনটাই আশা করা যায়। এদিন পরিদর্শনে ছিলেন রায়গঞ্জ ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শুভঙ্কর সাহা। ছত্রপুরে ৩ একর জমি প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিদর্শনকারী আধিকারিকরা এ বিষয়ে দিল্লিতে রিপোর্ট পেশ করবেন।

বাংলাদেশে তৈরি দুর্গা পূজিত হন মালদহে

মানস দাস ● মালদহ

সালটা ১৯৪৫, স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ লড়াই করে চলেছেন ভারতের বীর সন্তানরা। আর সেই বছরই বাংলাদেশের রোহনপুর জেলার বয়লাবংশপুরের কালাচাঁদ দাস, নরেন্দ্রনাথ পোদ্দার, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, রঘুনাথ দাস, হীরালাল পোদ্দার-সহ পাঁচটি পরিবার মিলে শুরু করেছিল মা দুর্গার পুজো। কারণ এই পাঁচটি পরিবারের প্রত্যেককেই পুজো করার জন্য স্বপ্নাদেশ দিত মা দুর্গা। আর সেই থেকেই শুরু হয়েছিল মা দুর্গার পূজা। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে এদেশে চলে আসেন ওই পাঁচ পরিবার। আসার সময় ক্ষুদিবালা দাস নামে এক মহিলা নিজমনে দুর্গা মা সেখানেই থেকে যাওয়ার কথা বলেন। নৌকা চেপে আসার সময় আচমকাই শুরু হয় ঝড়ের

ঐতিহ্যমণ্ডিত এই মন্দিরেই আরাধনা হয় মা দুর্গার।

তাণ্ডব। কিন্তু আকাশে কোনও মেঘ বা ঝড়ের আভাস ছিল না। মহানন্দা নদী পেরিয়ে ওই পাঁচ পরিবার মালদহের আইহো নামক গ্রামে এসে পৌঁছন। অস্থায়ীভাবে তাঁবু খাটিয়ে বসবাস শুরু করেন তাঁরা। শরৎকাল আসার পূর্বে মা দুর্গা পাঁচ পরিবারের সকলকেই দুর্গাপূজা করার স্বপ্নাদেশ দেন। আর সেই বছর থেকেই মদনমোহন ঘোষের ভিটে বাড়িতে শুরু হয় মা দুর্গাপুজো। এই দুর্গা মায়ের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে সকল গ্রামবাসী মায়ের পুজোয় মেতে ওঠেন। সেই বছরই মায়ের পুজো হওয়ায় এলাকার জমিগুলি শস্য-শ্যামলা হয় ও এলাকার প্রতিটি পরিবারের উন্নতি হয়। তখন থেকে একে একে মা দুর্গার কাছে মানত করতে থাকেন এলাকাবাসীরা। মানুষের মনোস্কামনা পূরণ করায় দিনকে দিন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠে মা দুর্গার পুজো। এই দুর্গাপুজো বক্সিনগর সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির নামে হলেও বর্তমানে এই পুজো পরিচালনা করে গোবিন্দ স্মৃতি সংঘ। বদলেছে দিন, মণ্ডপের পরিবর্তে এখন তৈরি হয়েছে মা দুর্গা মন্দির। এখন দুর্গামা সেখানেই পূজিত হন। এবছর পুজোর বাজেট প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। সাবেকি প্রতিমা।

খুনে গ্রেফতার দুই

সংবাদদাতা, কোচবিহার : পুন্ডিবাড়িতে জমি ব্যবসায়ী খুনে দু'জনকে গ্রফতার করল পুলিশ। থানার পুলিশ রবীন্দ্র বর্মন নামের দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। একজন অভিযুক্ত কোচবিহারের ২ ব্লকের মরানদীর কুঠির বাসিন্দা অপরজন কোচবিহার ১ ব্লকের ডাউয়াগুড়ির বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানার চেষ্টা করবে এই খুনের কী কারণ। অভিযোগ, ১০ সেপ্টেম্বর রাতে স্কুটার চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর গুলিবিদ্ধ হয়ে ওই জমি ব্যবসায়ীর মৃত্যু হয়েছিল। পুন্ডিবাড়ি থানার মহিষবাথানে এই ঘটনা ঘটে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে নবান্নে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান মন্ত্রী অরূপ রায়ের

আমার বাংলা

27 September, 2023 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
বুধবার

বিদ্যাসাগর ২০৪

মন্ত্রীর খাতা-বই দান

■ পূর্বস্থলী ১ ব্লকের সাহাপুর শিবনাথ সাহা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পালন হল বিদ্যাসাগরের জন্মদিন। সাহাপুর, দামোদরপাড়া-সহ পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পড়ুয়ারা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। ছাত্রছাত্রীদের বর্ণপরিচয়, শ্লেট-খাতা-পেন বিলি করা হয়। বিদ্যাসাগরের জীবন, সমাজকর্ম ও লেখালেখি নিয়ে বলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

বাল্যবিবাহ রোধে

■ বিদ্যাসাগরের ২০৪তম জন্মজয়ন্তী হল মুখ্যমন্ত্রীর মামার বাড়ির গ্রামে কুসুম্বা হাইস্কুলে। তাঁর আবক্ষ মূর্তির উন্মোচন করেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যবিবাহ রোধে পড়ুয়াদের শপথ গ্রহণ করান প্রধান শিক্ষক সন্দীপ মণ্ডল। ছাত্রদের মাদক সেবন থেকে বিরত থাকার শপথবাক্য পাঠ করান জেলা স্কুল পরিদর্শক চন্দ্রশেখর জাউলিয়া।

বোধোদয়ের সূচনা

■ বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে পড়াশোনার প্রসার বাড়াতে আসানসোলের মহিশিলায় বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির উদ্যোগে হল অবৈতনিক স্কুলের উদ্বোধন। উদ্যোক্তাদের তরফে নীলকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় বলেন, স্কুলের নাম বোধোদয়। এখানে স্কুলছুট পড়ুয়ারা পড়তে পারবে।

কথাশিল্পর স্মরণ

■ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৪তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ধুবুলিয়া কথাশিল্প স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কথাশিল্পর পড়ুয়ারা বিদ্যাসাগরকে নিবেদিত বিভিন্ন কবিতার আবৃত্তি পরিবেশন করে। বিদ্যাসাগরের জীবন ও কাজ নিয়ে আলোচনা করেন কর্ণধার পীতম ভট্টাচার্য।

পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ ও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার লক্ষ্যে শিবির

দুয়ারে সরকারে নাম নথিভুক্তির রেকর্ড

সংবাদদাতা, কাটোয়া : জুন মাসে করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান পূর্ব বর্ধমান জেলার ১৭ পরিযায়ী শ্রমিক। তার আগে লকডাউনের সময় ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফেরার সময় নানা কারণে মৃত্যু হয় কয়েকজন শ্রমিকের। বাংলার শ্রমিকদের এমন অকালমৃত্যু রুখতে বা মৃত্যু হলেও ক্ষতিপূরণ দেওয়ার লক্ষ্যে তৎপর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সপ্তম দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করার সুযোগ মিলেছে। জেলার পরিযায়ী শ্রমিকরা রাজ্য সরকারের দেওয়া সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করলেন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো জনপ্রিয় প্রকল্পকে পেছনে ফেলে দিল পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণ। জেলা জুড়ে ৭৫,৩৫৯ জন

পরিযায়ী শ্রমিক নাম নথিভুক্ত করেছেন। প্রশাসন সূত্রের খবর, যতটা আশা করা হয়েছিল, তার দ্বিগুণ শ্রমিকের নাম নথিভুক্ত হয়েছে। জেলা পরিষদের মেন্টর দেবু টুডুর দাবি, ‘‘নাম নথিভুক্তির এই পরিসংখ্যানই সরকারের সাফল্যের প্রমাণ। নথিভুক্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে তথ্যভাণ্ডার তৈরি হবে। তাঁদের কর্মসংস্থানের পথ প্রশস্ত করতেই এই উদ্যোগ।কাজ করতে ভিনরাজ্যে যাতে না ছুটতে হয়, সেজন্য তৎপর মুখ্যমন্ত্রী।’’ পরিযায়ী শ্রমিকরা যাতে নাম নথিভুক্ত করেন, সেজন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রচার করা হয়েছে। এর আগে করোনার সময়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের ১০০ দিনের কাজ-সহ পঞ্চায়েত স্তরে প্রচুর কাজ দেওয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসনের তৈরি পোর্টালের মাধ্যমেও কাজ পেয়েছেন তাঁরা। দুয়ারে সরকার প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত না করে থাকলে বাংলা সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে যখন খুশি নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন পরিযায়ী শ্রমিকরা।

পূর্ব বর্ধমান

পুজোয় বস্ত্র-খাদ্য বিলি প্রস্তুতিসভা বিধায়কের

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : পুজোর বাকি ২৩ দিন। উৎসবের আলোয় মাতবে গোটা বাংলা। সেই আলোর নিচে যাতে অন্ধকার না থাকে, তার জন্য প্রতিবারের মতো এবারও ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন জঙ্গিপুরের বিধায়ক জাকির হোসেন। দুঃস্থদের হাতে তুলে দেবেন ৫০ হাজার নতুন পোশাক ও খাদ্যদ্রব্য। রঘুনাথগঞ্জে জনতার দরবারে তারই প্রস্তুতিসভায় বিধায়ক ছাড়াও ছিলেন সুতি ১ ও রঘুনাথগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, ৮ অঞ্চল সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধান, বুথ সভাপতি এবং তৃণমূল নেতৃত্ব। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সমাজের বিত্তবান মানুষদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার ডাক দেওয়া হয় সভা থেকে।

পালিয়ে যাওয়া অস্ত্র কারবারি ধৃত দিল্লিতে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : ৫ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়ার কেশিয়াকোল শুটআউটের ঘটনার পর থেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না সাদ্দাম হোসেন শেখের। ১৭ সেপ্টেম্বর বর্ধমানের পাঞ্জাবিপাড়া মোড় থেকে সুকান্ত মণ্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৬ রাউন্ড গুলি-সহ মেড-ইন-ইউএসএ খোদাই করা সেভেন-এমএম অস্ত্র উদ্ধার করে। তাকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে এই অস্ত্র কারবারের সঙ্গে সরাসরি জড়িত সাদ্দাম। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে সোমবার ওল্ড দিল্লি স্টেশন এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। দিল্লির মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে পেশে করার পর ট্রানজিট রিমান্ডে মঙ্গলবার তাকে বর্ধমান নিয়ে আসা হয়। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি কাটোয়া থানা গ্রেফতার করে সাদ্দামকে। তারপর থেকে জেলবন্দিই ছিল সে। ৫ সেপ্টেম্বর বাঁকুড়া সংশোধনাগার থেকে মুক্তি পায় সাদ্দাম। বাড়ির পথে যাওয়ার সময় সাদ্দামের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। গুলিবিদ্ধ হয় তার সঙ্গে থাকা ৩ ব্যক্তি। পালায় সাদ্দাম।

বন্যাকবলিত এলাকাবাসীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা

সংবাদদাতা, নলহাটি : নলহাটি ২ ব্লকের শীতলগ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুরে ব্রাহ্মণী নদী ও একটি শাখা নদীর জল গ্রামে ঢুকেছিল ২৩ সেপ্টেম্বর রাতে। তিনদিন মানুষজন গ্রাম থেকে বের হতে পারেননি। দ্বীপের মতো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন তাঁরা। মঙ্গলবার লোহাপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আধিকারিক

ডাঃ সুরজিৎ কর্মকারের নেতৃত্বে নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সেখানে গিয়ে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন গ্রামবাসী ও খুদে পড়ুয়াদের। এক অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূর চিকিৎসাও করেন তাঁরা। পাশাপাশি ওষুধও দেওয়া হয়।

প্রাচীন রীতিতে আজও পূজিত ৩০০ বছরের দুর্গা

অনির্বাণ কর্মকার ● দুর্গাপুর

লাউদোহা ঘটকবাড়ি

প্রায় ৩০০ বছর ধরে প্রাচীন রীতি মেনেই আজও পূজিত হন লাউদোহার ঘটকবাড়ির দুর্গাপ্রতিমা। এই বাড়ির পুজোর ট্রাস্টের বর্তমান সম্পাদক অশোককুমার ঘটক বলেন, এই পরিবারের আদি পুরুষ ক্ষুদিরাম ঘটক প্রায় ৩০০ বছর আগে পুজোর শুরু করেন। পরগনাসার বা জাইগিরিদার হিসাবে নবাব আলিবর্দির সময় এই গ্রামে আসে এই পরিবার। ক্ষুদিরাম ঘটকের তিন পুত্র রামদুর্লভ, রামযাদব ও রামবল্লভ। বর্তমানে তাঁদের বংশধররাই পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন। ঘটকদের কন্যাসন্তান হিসাবে চট্টোপাধ্যায় পরিবার পুজোর শরিকানা লাভ করেছে। আগে একচালার প্রতিমা হত। বর্তমানে তা তিন চালায় পরিণত হয়েছে। পুজোর তিনদিন মায়ের প্রসাদস্বরূপ ভোগ খাওয়ানোর প্রথা চলে আসছে বহু পুরুষ ধরে। আগে অষ্টমী ও নবমীর দিন বসত নাচের আসর। দশমীর দিন হত লাঠি খেলা। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেসব প্রথা বাদ হয়ে গেলেও আজও চালকুমড়ো ও ছাগবলির প্রথা চালু আছে এই পুজোয়। দুর্গাপুজোর ক’দিন ঘটক

পরিবারের সমস্ত আত্মীয়-পরিজন এক জায়গায় জড়ো হন। মহামিলনের আনন্দে মেতে ওঠেন পরিবারের সমস্ত সদস্য।

অর্থ তছরুপে ধৃত

■ প্রায় ১০০ কোটি অর্থ তছরুপ ও প্রতারণার দায়ে সালানপুরের রূপনারায়ণ ফাঁড়ির ভাড়া বাড়ি থেকে চুঁচুড়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করল সুব্রত দাসকে। চুঁচুড়ার শরৎপল্লির বাসিন্দা সুব্রত ২০১০ সালের আগে হুগলি এগ্রোটেক নামে একটি চিটফান্ডের মাধ্যমে অর্থ তছরুপ করে ফেরার হয়। ২০১৮ সালে সেবি তার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। জানা যায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় গা ঢাকা দিয়ে থাকত সে। সুব্রতর পলাতক স্ত্রীর নামেও রয়েছে গ্রেফতারি পরোয়ানা।

১০
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
বুধবার

আমার বাংলা

27 September, 2023 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হস্টেল সমস্যা নিয়ে ঘেরাও উপাচার্য

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১২টি হস্টেলের অব্যবস্থা, পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবিতে মঙ্গলবার উপাচার্যকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন হস্টেলের ছাত্রছাত্রীরা। ছাত্রী শুক্লা সাহা, ছাত্র অমরজিত ঘোষরা জানান, দীর্ঘদিন দাবি জানালেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কান দিচ্ছেন না। হস্টেলগুলিতে জঞ্জাল ভর্তি, জমছে জল। ডেঙ্গির প্রার্দুভাব আতঙ্ক বাড়িয়ে দিয়েছে। হস্টেলের ছাদ থেকে জল পড়ছে, চাঙড় খসে পড়ছে, পানীয় জলের সুব্যবস্থাও নেই। একটু বৃষ্টি হলেই কিছু কিছু হস্টেলে রাস্তার জল ঢুকে পড়ে। সবমিলিয়ে চূড়ান্ত অব্যবস্থার শিকার ছাত্রছাত্রীরা। অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ চলার পর বিকালে উপাচার্য গৌতম চন্দ্র ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে দ্রুত সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দেন।

কৃষিকাজে ড্রোন

সংবাদদাতা, কাঁথি : কৃষিতে ড্রোন ব্যবহারের পদ্ধতি হাতেকলমে দেখাল গরুড় অ্যারোস্পেস। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি পশ্চিমবঙ্গের এফপিওগুলিকে কৃষক উৎপাদনকারী সংস্থার (এফপিও) জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন ক্রেডিট এবং অন্যান্য সামাজিক প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জানাতে মেগা উদ্যোগ নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন জেলায় কৃষকদের দশটি প্রশিক্ষণ শিবির হচ্ছে। মঙ্গলবার কাঁথির শিবিরে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামের ৫০টি এফপিও-র ১৫০ কৃষক অংশ নেন। পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল কৃষকদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

পুড়ে মৃত মা-শিশু

সংবাদদাতা, নদিয়া : মঙ্গলবার তাহেরপুরের মণ্ডপপাট এলাকায় শিশুপুত্র পিয়াস সরকার (দেড় বছর) ও মা প্রিয়াঙ্কা সরকারের (৩২) আগুনে পুড়ে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দেয়। প্রিয়াঙ্কা বাড়িতে তাঁর দুই সন্তানকে নিয়ে থাকতেন। স্বামী মার্চেন্ট নেভিতে কর্মরত। বাড়ি থেকে চিৎকার ও আগুনে পোড়া গন্ধ পেয়ে স্থানীয় মানুষ দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে শিশুপুত্র ও মাকে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। প্রথমে শিশুপুত্রকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক। প্রিয়াঙ্কাকে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

পরিকাঠামোর উন্নয়ন করে নতুন ভবনে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু

সাজছে কাঁথি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক

সংবাদদাতা, কাঁথি : ঢেলে সাজছে কাঁথি মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্ক। কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনায় রয়েছে ব্লাড ব্যাঙ্ককে নতুন ভবনে স্থানান্তর করা ও সেখানে উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। এছাড়া ব্লাড ব্যাঙ্কে 'ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট' গড়ে তোলারও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ব্লাড ব্যাঙ্কের পুরনো জীর্ণ ভবনটির দশা বেহাল। রয়েছে কর্মিসংকটও। অথচ এই ব্লাড ব্যাঙ্কের গুরুত্ব, রক্তের চাহিদা বরাবরই বেশি। প্রতি মাসে অন্তত ১৪০০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ ও সরবরাহ করে কাঁথি ব্লাড ব্যাঙ্ক। জেলায় এই হার সবচেয়ে বেশি। হাসপাতালের রোগীদের প্রয়োজনে জরুরি ভিত্তি ছাড়াও অন্যান্য হাসপাতাল-নার্সিংহোমেও রক্ত সরবরাহ করে এই ব্লাড ব্যাঙ্ক। এছাড়াও সাড়ে ছ'শো থ্যালাসেমিয়া রোগীকে নিয়মিত রক্ত সরবরাহ করা হয়। সব মিলিয়ে বছরে প্রায় ১৫ হাজার ইউনিট রক্ত সংগ্রহ এবং সরবরাহ করে ব্লাড ব্যাঙ্ক। কাঁথি ও এগরা মহকুমা ছাড়াও তমলুক মহকুমার নন্দীগ্রাম, চণ্ডীপুর এলাকা থেকেও রক্তের প্রয়োজনে মানুষ এই ব্লাড ব্যাঙ্কে আসেন। অনেক সময় জোগান না থাকায় চাহিদা অনুযায়ী রক্ত সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। সে কথা মাথায় রেখেই কাঁথি ব্লাড ব্যাঙ্কের সহায়তায় দুই মহকুমা

এলাকায় প্রায়শই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে বিভিন্ন সংগঠন। ১৯৮৬ সালে সূচনার পর থেকে পুরনো ভবনে চলছে ব্লাড ব্যাঙ্কটি। ছোট ছোট ঘরগুলি ব্লাড ব্যাঙ্কের পরিকাঠামোর পক্ষে উপযুক্ত নয় বলে জানান কর্মীরা। ভারী বৃষ্টি হলেই ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ে। তখন সমস্যায় পড়তে হয়। বেশ কিছু পদও খালি। ইনচার্জ ও মেডিক্যাল অফিসারের দায়িত্ব একা সামলাচ্ছেন ডাঃ অনিরুদ্ধ মৃধা। দু'জন নার্সের জায়গায় আছেন একজন। ১০ জন টেকনিশিয়ান থাকার কথা হলেও রয়েছেন সাতজন। জেনারেল ডিউটি অ্যাসিস্ট্যান্ট তিনজন এবং একজন ফার্মাসিস্ট রয়েছেন। মেডিক্যাল অফিসার বলেন, খুবই সমস্যার মধ্যে কাজ করতে হয়। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আর্জি জানানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্লাড কম্পোনেন্ট সেপারেশন ইউনিট গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তা হলে রক্তরস, রক্তকণিকা আলাদা করে যাঁর যেটা প্রয়োজন দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে রক্ত মজুতের পরিমাণ বজায় থাকবে। সেই পরিকাঠামো তৈরির কাজ চলছে। বর্তমানে যেখানে রোগীর পরিজনদের জন্য নতুন রাত্রিনিবাস রয়েছে, সেখানেই একটি ইউনিটে ব্লাডব্যাঙ্কটি স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শেষের পথে। সুপার অরূপরতন করণ বলেন, ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থানান্তর করার আগে ব্লাড সেফটি বিভাগ এবং ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগের প্রতিনিধি দল নতুন ইউনিট পরিদর্শন করবেন। ইউনিটটিতে ব্লাড ব্যাঙ্ক চলার পরিকাঠামো ঠিক আছে কি না তাঁরা খতিয়ে দেখবেন। সবুজ সঙ্কেত দিলেই আমরা ব্লাড ব্যাঙ্কটি স্থানান্তর করব।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু ছাত্রের, পথ অবরোধ

সংবাদদাতা, খণ্ডঘোষ : মঙ্গলবার স্কুল যাওয়ার পথে বেপরোয়া চার চাকা গাড়ির ধাক্কায় খণ্ডঘোষের মেটেডাঙায় মারা যায় স্থানীয় এক কিশোর ছাত্র শেখ সামিম আক্তার (১৪)। জখম হয় নাজিরা পারভিন। মেটেডাঙা জুনিয়র হাইস্কুলের অষ্টম ও সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া তারা। সম্পর্কে দুজন খুড়তুতো ভাইবোন। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হেঁটে স্কুল যাচ্ছিল দু'জন। বর্ধমান-বাঁকুড়া রোডে মেটেডাঙায় তাদের ধাক্কা মেরে পালাতে গিয়ে কিছুদূর গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উল্টে যায়। দুই ছাত্রছাত্রীকে উদ্ধার করে পুলিশ চিকিৎসার জন্য পাঠায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে সামিমকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। গুরুতর আহত নাজিরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার পর উত্তেজিত এলাকাবাসীরা স্পিড ব্রেকার ও সিভিক ভলান্টিয়ার পোস্টিংয়ের দাবিতে গাছের গুঁড়ি ফেলে বর্ধমান-বাঁকুড়া রোড অবরোধ করেন। দু'ঘণ্টা পর পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

রাস্তা ফেরতে আপত্তি আশ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা চিঠি

সংবাদদাতা, শান্তিনিকেতন : শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন রোড ফেরত চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে অনুরোধ জানান বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। এবার আপত্তি জানিয়ে পাল্টা চিঠি দিলেন আশ্রমিক থেকে বোলপুর শান্তিনিকেতনের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সংগঠন। তাঁদের বক্তব্য, ইতিপূর্বে কোনও উপাচার্যর আমলেই কখনও আশ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সংঘাত হয়নি। ওই রাস্তায় পাঁচিল তুলে সুরশ্রী পল্লি, মকরমপুর, ত্রিশূলাপট্টির বাসিন্দাদের বিপদে ফেলতে চান উপাচার্য। প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়। হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড হলে মানুষকে বাঁচাতে দমকল বা অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে পারত না। আশ্রমিকরা তাঁদের চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে লেখেন, ২০১৭ সালে এই রাস্তা বিশ্বভারতীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য দেয় রাজ্য। পরের বছর উপাচার্য হিসেবে এসে বিদ্যুৎবাবু উঁচু পাঁচিল তুলে সাধারণের যাতায়াত, শৌচালয় সব কিছু বন্ধ করে দেন। এর পরই ২০২০-র ২৮ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন রাস্তাটি ফেরত নেবে রাজ্য। সম্প্রতি উপাচার্য সেই রাস্তা ফেরত চেয়ে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তাতেই আপত্তি জানিয়েছেন প্রবীণ আশ্রমিকরা। আশ্রমিক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, উনি আশ্রমিকদের

বিশ্বভারতী

গৃহবন্দি করতে চেয়ে চারিদিকে পাঁচিল তুলে দেন। ওঁর কাছে আশ্রমিক শত্রু, বোলপুরের বাসিন্দা শত্রু, প্রশাসন শত্রু। ওঁর ভারী যান চলাচলের যুক্তি ঠিক নয়। রাজ্য সরকার রাস্তার উপর হাইট ব্যারিকেড দিয়েছে। সাত ফুটের উপর ভারী গাড়ি যেতে পারে না। কবিগুরুর বংশধর আশ্রমিক সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, আমার মতে ওই রাস্তা রাজ্যের ফেরত দেওয়া উচিত নয়।

নাদনঘাটের তরুণ শিল্পীর তৈরি দুর্গা যাচ্ছে মার্কিন মুলুক

সংবাদদাতা, কাটোয়া : নাদনঘাটের উঠতি প্রতিভা শঙ্কু দেবনাথের তৈরি দুর্গা এবার পাড়ি দেবে মার্কিন মুলুকে। সেখানকার লাইসিয়ানা রাজ্যের ইলিনুয়িজ স্ট্রিটে কয়েকঘর বাঙালির বাস। তাঁদের একজন নদিয়ার স্বরূপগঞ্জের বাসিন্দা অনিমেষ রায় এবার সেখানে প্রথম দুর্গাপুজোর উদ্যোগ নিয়েছেন। ভাল মানের মৃৎশিল্পী খোঁজার জন্য নবদ্বীপের বাসিন্দা তাপস দে-র সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। তাপসবাবু খোঁজখবর নিয়ে তাঁকে পূর্বস্থলীর মাগনপুরের শিল্পী শঙ্কুর কথা জানান। তারপরেই এই বরাত পান তিরিশোর্ধ্ব বয়সেই শিল্পকর্মে শোরগোল ফেলে দেওয়া শঙ্কু দেবনাথ। সিমেন্ট, ফাইবার ও পিতল দিয়ে তৈরি শঙ্কুর শিল্পকর্ম ইতিমধ্যেই রসিকজনের তারিফ কুড়িয়েছে। তবে এই প্রথম দুর্গা গড়ছেন তিনি। তাও আবার বিদেশ থেকে মাস দুয়েক আগে আসা অর্ডার

নিজের গড়া দুর্গামূর্তির সামনে শিল্পী শঙ্কু দেবনাথ।

মেটাতে। লম্বায় সাড়ে ৩ ফুট, চওড়ায় ৪ ফুটের তৈরি কাঠের পাটাতনের উপর দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, অসুর-সহ বাহনদেরও নিখুঁতভাবে তৈরি করেছেন শঙ্কু। অঙ্গসজ্জায় ব্যবহার করা হচ্ছে রংবেরঙের পাথর ও সিটি গোল্ডের গয়না। ওজন দাঁড়িয়েছে ৬০ কেজির মতো। পারিশ্রমিক ৪ লক্ষ টাকা। শঙ্কুকে সহযোগিতা করছেন বাবা মদন দেবনাথ, মা প্রণতি দেবী ও বোন পায়েল। কৃষ্ণনগর থেকে মূর্তি নির্মাণে তালিম নেওয়া শঙ্কু জানান, ''মাস দুয়েক আগে সম্পর্কে দাদা তাপস দে-র মাধ্যমে আমেরিকা থেকে দুর্গা গড়ার অর্ডার পাই। এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আরও একটি দুর্গার অর্ডার পাই। তবে হাতে সময় না থাকায় সেই অর্ডার নিতে পারিনি।'' গাড়ির ব্যবসায়ী অনিমেষবাবু পরিবার-সহ ১৫ বছর আছেন মার্কিন দেশে। প্রতিবেশী বাঙালিদের নিয়ে এবার প্রথম দুর্গাপুজো করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁদের বরাত পেয়েই নাদনঘাটের শিল্পী শঙ্কু তাঁর শিল্পকর্ম নিয়ে পা রাখছেন বিদেশের মাটিতে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আবার কি ধাপ্পাবাজি? পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট মিটলেই সিএএ বিধি তৈরির উদ্যোগ নিতে পারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে মতুয়াদের নাগরিকত্বের আশ্বাস দিলেও তা করতে পারেনি বিজেপি। সামনের লোকসভা ভোটের আগে ফের একই চাল

দিল্লি দরবার

ভাটনগর পুরস্কার পেলেন ৫ বঙ্গসন্তান

নবনীতা মণ্ডল, নয়াদিল্লি : মঙ্গলবার শেষবারের মতো শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার দেওয়া হয়। আগামী বছর থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে না। এই পুরস্কার তালিকায় রয়েছেন ৫ বঙ্গসন্তান। সিএসআইআরের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার দেওয়া হয়। ভারত মণ্ডপমে মোট ১২ জনের হাতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ৫ জন বাঙালি। মেডিক্যাল সায়েন্সে পুরস্কার পেয়েছেন কলকাতার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজির গবেষক দীপ্যমান গাঙ্গুলি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের পদার্থবিজ্ঞানী অনিন্দ্য দাস, টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী ডঃ বাসুদেব দাশগুপ্ত, গণিত ও কম্পিউটারে বেঙ্গালুরুর সাইক্রোসফট রিসার্চ ল্যাবরেটরির ড. নীরজ কয়্যাল, বম্বে আইআইটির রসায়ণের অধ্যাপক ড. দেবব্রত মাইতি।

এদিকে বিজ্ঞান ও গবেষণা বিষয়ে ৩০০টি পুরস্কার আগেই তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি নতুন চারটি পুরস্কার চালু করা হয়েছে। তবে সেখানে থাকছে না কোনও নগদ অনুদান। সিএসআইআর-এর ডিজি এন কালাইসেলভি জানিয়েছেন, নতুন চালু করা রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান পুরস্কারের আওতাধীন চারটি পুরস্কার, বিজ্ঞান রত্ন, বিজ্ঞানশ্রী, বিজ্ঞান যুব শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার এবং বিজ্ঞানটি। এই চার পুরস্কারে কোনও নাগদ অনুদান থাকছে না। অনুসন্ধান ভবনে সোমবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় এন কালাইসেলভি বলেন, বিজ্ঞানীদের কেন আর্থিক পুরস্কার প্রয়োজন? একটি পদক এবং একটি মানপত্র দেওয়া হবে।

রিভিউ পিটিশনের শুনানিতে নয়া বেঞ্চ গঠন সুপ্রিম কোর্টের

প্রতিবেদন : প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট নিয়ে ২০২২ সালে শীর্ষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশনের শুনানিতে ৩ বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করল আদালত। বিচারপতি সঞ্জয় কিষান কৌল, সঞ্জীব খান্না এবং বেলা এম ত্রিবেদীকে নিয়ে গঠিত এই বেঞ্চে মামলার শুনানি হবে ১৮ অক্টোবর থেকে। মঙ্গলবার ভারত রাষ্ট্র সমিতির নেত্রী কে কবিতাকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের জারি করা সমন সংক্রান্ত মামলা স্থগিত করার সময় বিচারপতি সঞ্জয় কিষান কৌল এবং সুধাংশু ধুলিয়ার বেঞ্চ একথা জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে পিএমএলএ-এর ধারা ৪৫(১) বাতিল করেছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি রোহিন্টন নরিম্যান এবং সঞ্জয় কিষান কাউলের বেঞ্চ। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল অর্থ পাচারের অভিযুক্তদের জামিন দেওয়ার জন্য দুটি অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করছে এই ধারা। শীর্ষ আদালতের তরফে ব্যাখ্যা দিয়ে জানানো হয়, এই দুই শর্ত স্বেচ্ছাচারী এবং বৈষম্যমূলক। তবে ২০১৭ সালের এই নির্দেশ ২০২২ সালে খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালতের বিচারপতি এএম খানউইলকর, দীনেশ মহেশ্বরী এবং সিটি রবিকুমারের বেঞ্চ। যেখানে, পিএমএলএ আইনের ধারা ৩ (মানি লন্ডারিংয়ের সংজ্ঞা), ৫ (সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত), ৮(৪) (বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির দখল নেওয়া), ১৭ (তল্লাশি এবং বাজেয়াপ্ত করা), ১৮ (ব্যক্তিদের অনুসন্ধান), ১৯ (গ্রেফতারের ক্ষমতা), ২৪ (অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণের দায় অভিযুক্তের), ৪৪ (বিশেষ আদালত দ্বারা বিচারযোগ্য অপরাধ), ৪৫ (অপরাধগুলি বিচারযোগ্য এবং অ-জামিনযোগ্য এবং জামিন মঞ্জুর করার জন্য দুটি শর্ত) এবং ৫০ (ইডি কর্মকর্তাদের কাছে বিবৃতি দেওয়া) সহ আইনের আরও কয়েকটি ধারার বৈধতা বহাল রাখে। তিন বিচারপতির ওই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন গ্রহণ করে তিন বিচারপতির নতুন বেঞ্চ গঠন করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

পিএমএলএ মামলা

নো নিউ কনস্ট্রাকশন ঘোষিত হোক জোশীমঠে

কেন্দ্রের কাছে দাবি আট সংস্থার

প্রতিবেদন : উত্তরাখণ্ডের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে তদন্তে নেমে ৮ কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউট কেন্দ্রের কাছে দাবি জানালো অবিলম্বে 'নো নিউ কনস্ট্রাকশন জোন' ঘোষণা করা হোক জোশীমঠকে। এছাড়াও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তাদের ১৩০ পাতার 'পোস্ট ডিজাস্টার নিড অ্যাসেসমেন্ট'(পিডিএনএ) রিপোর্টেই জোশীমঠের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা উঠে এসেছে। কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা জোশীমঠের আটটি রিপোর্ট যা রাজ্য সরকার গত কয়েক মাস ধরে প্রকাশ করেনি। অবশেষে হাইকোর্টের নির্দেশে তা জনসমক্ষে আনতে বাধ্য হয়েছে। সেই রিপোর্টেই বলা হয়েছে, ১০০ ফুটের বেশি গভীর পর্যন্ত ফাটল প্রসারিত হয়েছে। জোশীমঠ তার বহন ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি ভার বহন করছে এবং ভবিষ্যতে 'কোনও নতুন নির্মাণের' জন্য অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। উল্লেখ্য, উন্নয়নের নামে ক্রমাগত নির্মাণকার্য চালানো হচ্ছিল জোশীমঠ এবং সংলগ্ন এলাকায়। বারবার এই কাজের প্রতিবাদ জানান পরিবেশবিদরা। এবার তাঁদের সেই অভিযোগেই সিলমোহর লাগাল কেন্দ্রীয় গবেষণাকারী বিভিন্ন সংস্থা।

প্রসঙ্গত, ৮টি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান যারা জোশীমঠে ভূমিধসের বিষয়ে জরিপ করেছিল, তার মধ্যে রয়েছে ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট, আইআইটি রুরকি, এনজিআরআই, এনআইএইচ, জিএসআই, সিজিডব্লিউবি, আইআইআরএস, সিবিআরআই। ভূমিধসের

কারণ খুঁজে বের করার জন্য বিভিন্ন এলাকায় লাগাতার জরিপ চালানো হয়। এর উপর ভিত্তি করে একটি বিশদ রিপোর্ট তৈরি করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেওয়া হয়। রিপোর্টে ভূমিধস এবং ভবিষ্যৎ শহর পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি জোশীমঠে ভবিষ্যতে বড় নির্মাণে লাগাম দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এছাড়াও রিপোর্ট অনুযায়ী বিজ্ঞানীরা ৭ রিখটার স্কেলের বেশি মাত্রার ভূমিকম্পের আশঙ্কার কথাও বলেছেন। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই এলাকাটি সবসময়ই ভূমিকম্পের ঝুঁকিযুক্ত। নতুন নির্মাণকার্যের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও রিপোর্টে অলকানন্দা নদীর উপর এনটিপিসির ৫২০ মেগাওয়াট বিষ্ণুগড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পকে 'ক্লিন চিট' দেওয়া হয়েছে।

শহুরে নকশাল কারা? ব্যাখ্যা দিক কেন্দ্র : তৃণমূল

প্রতিবেদন : 'শহুরে নকশাল' কারা? কীভাবে তাদের থেকে সাবধানে থাকতে হবে সাধারণ মানুষকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে সরাসরি প্রশ্ন তৃণমূল কংগ্রেসের। আর এই নিয়েই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিশেষ সচিবকে (অভ্যন্তরীণ বিষয়ক) চিঠি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল।

২০২৪-এর আগে বিজেপির বড় পরীক্ষা ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই বিরোধীদের পাশাপাশি কেন্দ্রের শাসকদলও জোরকদমে ভোটের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। সোমবার ভোপালের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, কংগ্রেস এখন আরবান নকশালদের ঠিকা নিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাকেত গোখেল ঠিক এই প্রসঙ্গকেই তুলে ধরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছেন, 'শহুরে নকশাল' নামক গোষ্ঠীর বিশদ বিবরণ যেন কেন্দ্রীয় সরকার দেয়। ভারত সরকার কীভাবে এই গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করেছে, তার ব্যাখ্যা দেওয়া হোক। 'শহুরে নকশাল'দের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকারি তরফে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কি না, জানানো হোক। সাকেতের দাবি, এটা প্রথমবার নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগেও বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের মন্তব্য করে সাংবাদিক, সমাজকর্মী থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলকে চিহ্নিত করেছেন। এটা খুবই দুশ্চিন্তার, কারণ প্রধানমন্ত্রী নিজে এরকম একটি গ্রুপের অস্তিত্ব সম্পর্কে বারবার বলছেন।

সাকেত গোখেল চিঠিতে বলেন, একজন সাংসদ হিসাবে আমি জানতে চাইছি যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আরবান নকশাল বলে কোনও বিশেষ গ্রুপকে চিহ্নিত করেছে কি না এবং এদের চিহ্নিতকরণের মাপকাঠি কী? তাঁর সংযোজন, প্রধানমন্ত্রীর দাবিমতো শহুরে নকশালদের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এখনও কোনও পদক্ষেপ করেছে কি না। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কয়েক বছর আগে রেকর্ডে আমাকে বলেছিল যে টুকরে টুকরে গ্যাং বলে কিছুই বিদ্যমান নেই। তা সত্ত্বেও মোদি লাগাতার 'টুকরে টুকরে গ্যাং' শব্দটি ব্যবহার করে চলেছেন।

সংসদের কর্মীদের পদ্ম-পোশাক বাতিল করতে বাধ্য হল কেন্দ্র

নবনীতা মণ্ডল, নয়াদিল্লি : সর্বস্তরে চাপের মুখে এবার সংসদের নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য চালু করা পদ্মছাপ দেওয়া নতুন পোশাক ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হল মোদি সরকার। বিশেষ অধিবেশন থেকেই এই পোশাক চালু করা হয়। সংসদের নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য বিজেপির নির্বাচনী প্রতীক পদ্ম ব্যবহার করে পোশাক তৈরি হবে কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বিজেপির এই রাজনীতিকরণের প্রতিবাদ করে। অন্যদিকে সংসদের কর্মীরা অভিযোগ করেন, যে নকশার পোশাক দেওয়া হয়েছিল তা সংসদের কর্মীদের পক্ষে মানানসই নয় এবং যে কাপড় দিয়ে পোশাকটি তৈরি ছিল তা এদেশের আবহাওয়ার পক্ষেও আরামদায়ক নয়। সব মহল থেকে আপত্তি ওঠায় শেষপর্যন্ত চাপের মুখে পোশাক ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হল মোদি সরকার। ফলে, আবার পুরনো পোশাকেই দেখা যাবে সংসদের নিরাপত্তা কর্মীদের।

কী কারণে নতুন পোশাক ফিরিয়ে নেওয়া হল যদিও সে সম্পর্কে সংসদের সচিবালয়ের তরফে কিছুই জানানো হয়নি। তবে সূত্রের খবর, নতুন পোশাক ব্যবহারে অস্বীকার করেছিলেন সংসদের কর্মীদের একাংশ। বিশেষ করে তার নকশা এবং মূল কাপড় নিয়ে আপত্তি তোলেন নিরাপত্তা কর্মীরা। সংসদের ভিতরের নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য ক্রিম রঙের জ্যাকেট, একই রঙের জামা এবং জামার গায়ে গোলাপি রঙের পদ্মফুলের নকশা আঁকা ছিল। পদ্মফুলের এই নকশা নিয়েই বিতর্ক তৈরি হয়। এছাড়াও স্পিকার বা অন্যান্য পদাধিকারীদের চেম্বারের দায়িত্বে থাকা কর্মী, নিরাপত্তা কর্মী গাড়ি চালক এবং মার্শালদের জন্যও পৃথক পোশাক চালু করা হয়।

সম্প্রতি জারি করা একটি নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, নিরাপত্তাকর্মীদের জন্য চালু করা নতুন পোশাক প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে বাকিদের পোশাক একই থাকবে। নিরাপত্তাকর্মীদের দাবি, এই পোশাক অত্যন্ত মোটা এবং ভারী। ফলে, দিল্লির মতো প্রচণ্ড গরমে এই পোশাক পরে দীর্ঘক্ষণ কাজ করা সম্ভব নয়। এছাড়াও এই পোশাক সেনাবাহিনীর কোনও নির্দিষ্ট শাখার জওয়ানদের মতো বলে দাবি করেছেন কর্মীরা। সেইসঙ্গে এই পোশাকে পদ্মছাপ ছিল।

সংসদের নতুন পোশাক এবং পরে তা প্রত্যাহার নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে কংগ্রেসের লোকসভার মুখ্যসচেতক মনিকম টেগোর বলেন, নিরাপত্তাকর্মীদের শুধুমাত্র শাসকদলকে খুশি করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সেটাই নয়, ৬০০ জন কর্মীর প্রত্যেকের থেকে ২৫,০০০ টাকা করে কেটে নেওয়া হয়েছে এই ধরনের পোশাকের নিয়ম চালু করার জন্য। কেন আমাদের সংসদের কর্মীরা ভুক্তভোগী হবেন?

কেন্দ্রের মনোভাবে ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত

প্রতিবেদন : হাইকোর্টে ৯ বিচারপতি নিয়োগ ও ২৬ বিচারপতিকে বদলি সংক্রান্ত প্রস্তাব সরকারের কাছে আটকে রয়েছে ১০ মাস ধরে। এই ঘটনায় মঙ্গলবার রীতিমতো উদ্বেগ প্রকাশ করল দেশের শীর্ষ আদালত। কেন্দ্রের এমন গাছাড়া মনোভাবে ক্ষুব্ধ বিচারপতি সঞ্জয় কিষান কৌল এবং সুধাংশু ধুলিয়ার বেঞ্চ বলেন, ২০২২ সালের নভেম্বর থেকে হাইকোর্টের কলেজিয়াম থেকে ৭০টি নাম পাঠানো হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, কিন্তু সেই তালিকা আমাদের কাছে ফেরত আসেনি। গত ১০ মাস ধরে কোনও নাম আমরা পাইনি। নাম সুপারিশ করা হয় এবং তারপর তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয় না। বিচারপতি কৌল আরও বলেছেন, আমার অনেক কিছু বলার আছে কিন্তু আমি বলছি না। অ্যাটর্নি জেনারেল কেন্দ্রের প্রতিক্রিয়া জানাতে এক সপ্তাহ সময় চেয়েছেন বলে আমি আজ চুপ করে আছি। কিন্তু আমি পরের শুনানিতে চুপ থাকব না।

ভারতীয় চলচ্চিত্রে অভিনয়ের স্বীকৃতি হিসেবে এ-বছরের দাদাসাহেব ফালকে জীবনকৃতি পুরস্কার পাচ্ছেন বলিউডের অন্যতম সেরা অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান

বাজওয়ার ইঙ্গিতে দ্বন্দ্বে জড়াল কং-আপ

প্রতিবেদন : ভোটে হেরেও টাকার জোরে কুর্সি কেনার রেকর্ড গড়েছে নরেন্দ্র মোদির দল। কেন্দ্রের ক্ষমতা ব্যবহার করে রাজ্যে রাজ্যে এতদিন তা দেখিয়ে এসেছে বিজেপি। পদ্ম শিবিরের দেখানো পথে কি এবার হাঁটতে চলেছে পাঞ্জাব কংগ্রেস? জানা গিয়েছে, আপের কাছে ক্ষমতা হারিয়ে এবার ঘুরপথে ক্ষমতা দখলে মরিয়া পাঞ্জাব কংগ্রেস। পাঞ্জাবের বিরোধী দলনেতা প্রতাপ সিং বাজওয়ার মন্তব্য থেকে উঠে আসছে এমন জল্পনা। মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দাবি করেন, আপের ৩২ জন বিধায়ক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। একইসঙ্গে পাঞ্জাবের মানুষ যাতে কেজরিওয়ালকে ভোট না দেন সেই আবেদন করেন তিনি। বাজওয়ার মন্তব্যে রীতিমতো জলঘোলা হতে শুরু করেছে পাঞ্জাবের রাজনীতিতে। অস্বস্তিতে ইন্ডিয়া জোটের কংগ্রেস নেতৃত্ব।

পাঞ্জাব

২০২২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ১১৭ আসনের পাঞ্জাবে ৯২ আসন জিতে চমকে দিয়েছিল আপ। তৎকালীন ক্ষমতাসীন কংগ্রেস মাত্র ১৮ আসন। আপ ও কংগ্রেসের এই দ্বন্দ্বের মাঝেই এদিন বিরোধী দলনেতা প্রতাপ সিং বাজওয়া দাবি করেন, আপের ৩২ জন বিধায়ক তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। ফলে যেকোনও সময় আপকে পাঞ্জাবের ক্ষমতা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। বিরোধী দলনেতার এমন মন্তব্যে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ আম আদমি পার্টি। পাল্টা কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। মঙ্গলবার নিজের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে মান লেখেন, আপনি কি মানুষের দ্বারা নির্বাচিত সরকার ভেঙে ফেলতে চাইছেন? আমি জানি আপনার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার বাসনা কংগ্রেস শেষ করে দিয়েছে। আমি পাঞ্জাবের ৩ কোটি মানুষের প্রতিনিধি। কুর্সির জন্য আপনার মতো ভাঙচুরের খেলা খেলি না। আপনার যদি ক্ষমতা থাকে তবে আপনি আপনার হাইকম্যান্ডের সঙ্গে এ-বিষয়ে কথা বলুন। পাঞ্জাবের ইস্যুতে কংগ্রসের উপর ক্ষোভ বাড়ছে আপের। হাইকম্যান্ডের অনুমতি ছাড়া কীভাবে এমন কথা বলতে পারেন পাঞ্জাব কংগ্রেস সভাপতি, প্রশ্ন তুলছে কেজরিওয়ালের দল। এ-ধরনের মন্তব্যে ইন্ডিয়া জোটের ক্ষতি হবে বলে মত আপের।

রাজস্থানে মন্ত্রীর বাড়ি তল্লাশি ইডির

প্রতিবেদন : মিড ডে মিল প্রকল্পে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ কংগ্রেস শাসিত রাজস্থানে। এই দুর্নীতির অভিযোগে মঙ্গলবার রাজস্থানের মন্ত্রীর বাসভবনে তল্লাশি অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। জয়পুরের কোটপুতলির বিধায়ক রাজেন্দ্র। তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার স্বরাষ্ট্র, উচ্চশিক্ষা, আইন-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দফতর সামলান। মিড ডে মিল প্রকল্পে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। আর সেই

মিড ডে মিল দুর্নীতি

মামলায় এই তল্লাশি অভিযান বলে ইডির এক সূত্রের দাবি। শুধু ইডি নয়, এই আয়কর দফতরও এই তদন্তে যোগ দিতে পারে বলেও ওই সূত্রের দাবি। কোন কোন সংস্থার সঙ্গে মন্ত্রীর যোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে চায় তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

বিধানসভাই শপথের আদর্শ জায়গা রাজ্যপালকে পাল্টা চিঠি অধ্যক্ষের

(প্রথম পাতার পর)

বিধায়ককে রাজভবনে ডেকে শপথবাক্য পাঠ করানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। এরপরই পাল্টা চিঠিতে রাজ্যপালকে বিধানসভায় আসার অনুরোধ জানালেন বিধানসভার অধ্যক্ষ। মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে রাজ্যপাল দাবি করেছেন, নির্মলচন্দ্র রায় তফসিলি জাতির একজন প্রতিনিধি, তাই তাঁকে রাজভবনে শপথবাক্য পাঠ করালে রাজভবনের গরিমা বাড়বে। রাজ্যপালের দাবি, এই শপথ গ্রহণ বার্তা দেবে যে রাজভবন সবার জন্য খোলা। মুখ্যমন্ত্রী সেই চিঠির প্রতিলিপি স্পিকারকে পাঠিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এরপরই রাজভবনে একটি পাল্টা চিঠি পাঠান বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধ্যক্ষের স্পষ্ট কথা, বিধানসভার গরিমা, রাজভবনের থেকে অনেক বেশি। এখানে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ শপথ গ্রহণ করেছেন। তাই রাজ্যপালকে বিধানসভায় গিয়ে শপথ গ্রহণ করানোর কথা বলেছেন অধ্যক্ষ।

এর আগে দুপুরেই রাজ্যপাল বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথবাক্য পাঠ করানোর দায়িত্ব দিয়েছেন বলে খবর মেলে। তবে রাজ্যপাল অধ্যক্ষকে এড়িয়ে উপাধ্যক্ষকে শপথবাক্য পাঠের বিষয়ে বিধানসভায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অধ্যক্ষ বলেন, বিধায়কের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান নিয়ে এর আগে রাজ্যপালের এমন আচরণ দেখা যায়নি। পরিষদীয় মন্ত্রী বলেন, রাজ্যপাল যা করেছেন তা একেবারেই প্রত্যাশিত নয়। উল্লেখ্য, রাজভবনের তরফে জানানো হয়েছিল, নির্মল রায়কে শপথের দিনক্ষণ জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই। অথচ নির্মলচন্দ্রের দাবি, তিনি চিঠিটি পেয়েছেন সেই নির্ধারিত দিনের ৪৮ ঘণ্টা পর। এতে ক্ষুব্ধ হয় রাজ্য সরকার। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যপালকে চিঠি লেখেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। এরপর রাজ্যপাল শোভনদেবকে পাল্টা চিঠি দিয়ে জানান, শপথের দিন তিনি ঠিক করে দিয়েছিলেন, কিন্তু পরিষদীয় দফতরে সেই ফাইলে সই করার মতো কেউ ছিলেন না।

দেশত্যাগী ভারতীয়দের পছন্দের দেশ কানাডা!

দ্বিপাক্ষিক সংঘাতের মধ্যে প্রকাশ্যে রিপোর্ট

প্রতিবেদন : দেশত্যাগী ভারতীয়দের কাছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই পছন্দের দেশ হিসাবে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে কানাডা। হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের পর কানাডার হিন্দু ভারতীয়দের দেশছাড়ার হুমকি দিয়েছে সেখানকার খালিস্তানপন্থী সংগঠন। সেই হুমকি ও প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর ভারত বিরোধী অভিযোগের পর ভারতীয় নাগরিক ও অভিবাসীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ জারি করেছে বিদেশমন্ত্রক। দুই দেশের কূটনৈতিক সংঘাত যখন চরমে উঠেছে ঠিক সেই সময় প্রকাশ্যে এল এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য।

দেশত্যাগী ভারতীয়দের মধ্যে পছন্দের নিরিখে যে তালিকা প্রকাশ্যে এসেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, গত সাড়ে ৫ বছরে ১ লাখ ৬১ হাজার ৯১৭ ভারতীয় দেশত্যাগী হয়ে কানাডার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। এই সাড়ে পাঁচ বছরে ভারতীয় নাগরিকত্ব ছেড়ে বিদেশে চলে গিয়েছেন ৮ লাখ ৩৯ হাজার ৮৫০ জন। বিদেশমন্ত্রকের দাখিল করা প্রতিবেদনে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। সংসদে পেশ করা বিদেশমন্ত্রকের তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত প্রায় ৮ লাখ ৪০ হাজার মানুষ ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে বিদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর মোট ১১৪টি দেশ ভারতীয়দের গন্তব্য হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। নিউজিল্যান্ডেও এই সময়ে থিতু হয়েছেন প্রায় ২৩ হাজার ভারতীয়।

লক্ষণীয়, যে পাঁচ দেশ ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির সাহায্যে অপরাধের কিনারায় গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের জন্য জোটবদ্ধ, এবং যে জোটের পোশাকি নাম 'ফাইভ আইজ' (এদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে নিজ্জর হত্যায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতকে সন্দেহ করছেন বলে খবর), তার অংশীদার এই পাঁচ দেশ। দেখা যাচ্ছে, ভারতীয়দের কাছে বসবাসযোগ্য দেশ হিসেবে এই দেশগুলির আকর্ষণই সবচেয়ে বেশি। বিদেশমন্ত্রকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্রিটেন ও কানাডায় যাওয়া মানুষের সংখ্যা মোট হিসাবের ৫৮ শতাংশ। বিদেশমন্ত্রকের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছর প্রায় সোয়া লাখ থেকে দেড় লাখ ভারতীয় দেশের নাগরিকত্ব ছাড়ছেন। সাম্প্রতিক কালে সবচেয়ে বেশি ভারতীয় দেশত্যাগ করেছেন ২০২২ সালে— ২ লাখ ২৫ হাজার ৬২০ জন। ২০১১ সালে থেকে দেওয়া সরকারি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, পছন্দের দেশের তালিকায় জার্মানি, ইতালি, সিঙ্গাপুর, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, স্পেন, পর্তুগাল, সুইডেন, আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি যেমন আছে, তেমনই রয়েছে মালয়েশিয়া, ইজরায়েল, এমনকী চিনও। কেন ফি বছর এত ভারতীয় দেশত্যাগী হচ্ছেন, নরেন্দ্র মোদির 'নতুন ভারত' কেন নাগরিকদের ধরে রাখতে পারছে না, সে প্রশ্নের কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি কেন্দ্র।

বঞ্চনার প্রতিবাদে ৫০ লক্ষ মানুষের ক্ষোভের চিঠি

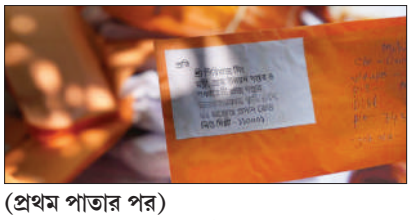

(প্রথম পাতার পর)

করে দেবেন তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব। আগামী দিনে এই আন্দোলন আরও তীব্রতর হবে। বিজেপিকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়া হবে না। লড়াই হবে ইঞ্চিতে-ইঞ্চিতে। ইতিমধ্যেই দিল্লি যাওয়ার জন্য জেলাগুলিতে তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। সাংগঠনিক প্রস্তুতি তুঙ্গে রয়েছে। রাজধানীর বুকে এই আন্দোলন কর্মসূচি নিশ্চিতভাবে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কপালে ভাঁজ ফেলবে।

লোকসভায় অসমে লড়বে তৃণমূল, রিপুনকে অভিষেক

(প্রথম পাতার পর)

আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রিপুন। টালিগঞ্জে ভূপেন হাজারিকার বাসভবনকে হেরিটেজ ভবন হিসেবে ঘোষণার অনুরোধ করেছেন রিপুন। সব মিলিয়ে আগামী দিনে অসমে দলকে আরও শক্তিশালী কীভাবে করা যায় তা নিয়ে রিপুন মতামত জানিয়েছেন শীর্ষ নেতৃত্বকে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সাপের ভয় থেকে মুক্তি পেতে সালফারের গুঁড়ো বাড়ির চারপাশে ছিটিয়ে দিন। সালফারের গুঁড়ো লাগলে সাপের চামড়ায় জ্বালা করে ও সাপ দূরে সরে যায়

স্টেথোস্কোপ

সাপের কামড় আতঙ্ক নয়

সম্প্রতি খাস শহর কলকাতার মানিকতলায় একটি বাড়িতে মিলেছিল চন্দ্রবোড়া সাপ। শহরে বিষধর সাপ! এমনটা সচরাচর না শোনা গেলেও শহরে সাপ নেই এটা ভাবা কিন্তু ভুল। বর্ষাকালে গ্রামাঞ্চল, শহর, জেলা— সর্বত্র যেখানে সাপ রয়েছে, সেখানে জরুরি হল সচেতনতা, সতর্কতা এবং সাপ সম্পর্কে মিথ ভুলে ফ্যাক্টটা জেনে নেওয়া। আতঙ্কিত না হয়ে সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করলে বেঁচে যেতে পারেন সর্পদংশনের রোগী। গাইডলাইন দিলেন বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার উপমুখ্য আধিকারিক(২) **ডাঃ অনুপম ভট্টাচার্য।** লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলার অধীন এলাকাগুলো মূলত নদীপ্রধান এবং কৃষিপ্রধান অঞ্চল। এখানকার জলবায়ু অনুযায়ী আবহাওয়াতে আর্দ্রতা অনেক বেশি থাকে। এখানে সাপ দেখতে পাওয়া যায়। তাছাড়া বর্ষার মরশুমে সাপখোপ, পোকামাকড়ের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ফলে সাপের কামড়ের দুর্ঘটনাও বেশি দেখা যায়।

এ রাজ্যে সাপ

পশ্চিমবঙ্গে গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া, কালাচ, শঙ্খচূড় এবং শাখামুটি সাপ দেখতে পাওয়া যায়। শঙ্খচূড় বীরভূম-পুরুলিয়ার পাথুরে এলাকায় এবং বসিরহাট এবং শহর সংলগ্ন এলাকায় মূলত কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া এবং কালাচের দেখা মেলে।

সাপের স্বভাব চিনুন

সাপ থেকে বাঁচতে সাপের স্বভাবটা জানা জরুরি। তাহলে আত্মরক্ষা করতে পারবেন সহজেই। সাপ কিন্তু গৃহস্থ বাড়িতে ঢোকে খাবারের খোঁজে। যে বাড়িতে ইঁদুর আছে সেই বাড়িতে সাপ আসবেই। সাপ হয় ভয় পেয়ে কামড়ায়, না হয় লেজে পা পড়লে কামড়ায়। ঘরে-বাইরে কিছু জায়গায় সাপ লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে, যেমন ইটের পাঁজা। হাঁস-মুরগির যে বাসস্থান সেখানে ডিম খেতে ওরা আসে, সেখানেও লুকিয়ে থাকে।

শীতকালে কয়লার গাদা এবং ঘুঁটে রাখার জায়গা, উনুনের আশপাশে যেখানে উত্তাপ পাবে সেখানে ওরা লুকিয়ে থাকে। অসাবধানতায় এই সব স্থানে হাত দিয়ে দিলে ইরিটেড হয়ে কামড়ে দেয়। খেত-খামারেও হাঁটাচলার সময় সতর্ক না হলে দংশনের সম্ভাবনা প্রবল।

তবে কালাচের কামড়ানোর ধরনটা পৃথক। রাত ছাড়া এই সাপ সচরাচর কামড়ায় না। এর একটা অভ্যেস মাটিতে বিছানা থাকলে সেখানে নিঃশব্দে উঠে বসে থাকে। কেউ যখন শোয় সেই বিছানায়, কালাচ তখনও আক্রমণ করে না। এবার সে যখন এপাশ বা ওপাশ ফেরে তখন সাপটা চাপা পড়ে গেলে কামড় দেয়। গ্রামাঞ্চলে এমন ঘটনা প্রায়শই ঘটতে দেখা যায়। সেখানে ঘরে বা ঘরের বাইরে যাঁরা শোন তাঁরা যদি মশারি না টাঙান তাহলে কালাচ সাপ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

সাপের কামড়

- সত্তর শতাংশ সাপের কামড় হল ড্রাই বাইট অর্থাৎ তারা বিষ ঢালে না। এই সব ক্ষেত্রেই ওঝারা আক্রান্তকে বাঁচাতে সক্ষম হয় আর মানুষ ভাবে ওঝা বুঝি বিষ নামিয়েছে। বিষহীন সাপের কামড়েও মানুষ মারা যায়। সেক্ষেত্রে প্রচণ্ড ভয় থেকে অনেক সময় হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়।
- সাপ সচরাচর যেখানে কামড়ায় সেখানে স্থানীয় বিষক্রিয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা তীব্র ব্যথা, জ্বালা অনুভূত হয়। ওই অংশের রং বদলে যায়, ফোসকার মতো তৈরি হয়, মনে হয় পুড়ে গেছে।
- কেউটে, গোখরো ইত্যাদির বিষক্রিয়ার প্রধান লক্ষণ শিবনেত্র অর্থাৎ চোখের পাতা পড়ে আসে। চোখ খুলে রাখা যায় না।
- চন্দ্রবোড়ার কামড়ে জ্বালাপোড়ার পাশাপাশি ওই অংশের চামড়া এবং চামড়ার তলার টিস্যুগুলোকে নষ্ট করে দেয়। চামড়া খুলে বেরিয়ে আসে, কিছুক্ষেত্রে চামড়া প্রতিস্থাপনও করতে হতে পারে। রক্ত তঞ্চনকে তছনছ করে দেয়। ফলে শরীরের ভিতরে এবং বাইরে ব্লিডিং শুরু হয়ে যায়।
- বেঁচে ফিরলেও পরবর্তীকালে ভয়াবহ ঘা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।
- কালাচের তীব্র বিষ। কালাচের কামড় ধরার উপায় নেই। ভোর রাত থেকে বমি, পেটব্যথা, শ্বাসকষ্ট, গলা ব্যথা, গলার স্বর বদল হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই একমাত্র এর লক্ষণ ধরতে পারেন।
- বাচ্চা সাপ কামড়ালে কম বিষ ঢালে এটা ভ্রান্ত ধারণা। বড় সাপ বিষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে কিন্তু ছোট সাপের তার বালাই নেই, পুরো বিষটাই ঢালবে এবং তাদের বিষ থলিতে এতটাই বিষ থাকে যে সেই সাপ একজন বড় মানুষের মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

☞ যেখানে সাপ কামড়েছে সেই অঙ্গের পিছনে একটা লম্বা লাঠি দিয়ে তার দুটি প্রান্ত এমনভাবে বেঁধে দিন, যাতে কামড়ানো অংশের উপরে ও নিচের জয়েন্টকে ছাড়িয়ে লাঠিটি থাকে। অর্থাৎ ওই অঙ্গটি নাড়াচাড়া করা না যায়। সোজা থাকে।

☞ ক্ষতস্থানটিতে কোনও অ্যান্টিসেপটিক দেবেন না।

☞ ক্ষতস্থানটিকে পোড়াবেন না।

সাপের কামড় থেকে বাঁচতে

- সাপ রয়েছে জানলে রাতের অন্ধকারে লাঠি ঠুকে আওয়াজ করে যাওয়া।
- হাঁস-মুরগির ঘরে হাত ঢোকানোর আগে ভাল করে দেখে নেওয়া।
- সাপ উপদ্রুত এলাকায়, খেত-খামারে, আলে হেভি ডিউটি গ্লাভস, গামবুট ইত্যাদি পরতেই হবে।
- বাড়িতে একেবারেই ইঁদুরের আস্তানা হতে না দেওয়া।

কামড়ালে কী করণীয়

- সাপের কামড়ের দাগ বা সাপ খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। ধারণা বিষধর সাপ কামড়ালে পাশাপাশি দুটো ফুটো দেখা যাবে। কিন্তু কালাচের কামড় অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুঁজেই পাওয়া যায় না। দাঁতের সেই দাগ খুঁজতে গিয়ে অনেক দেরি হয়ে যায়। তাই ওর ওপর নির্ভর না করে দ্রুত স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া দরকার।
- আক্রান্তকে প্রথমেই বারবার আশ্বস্ত করতে হবে যে তাঁর কিছু হবে না। আতঙ্কিত হবেন না।
- ওঝার কাছে কোনও অবস্থাতেই যাওয়া যাবে না।
- আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একসঙ্গে তৈরি করা একটা অ্যাপ রয়েছে যেটা বলে দেবে আপনার নিকটবর্তী সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র কোনটা যেখানে পর্যাপ্ত সাপের প্রতিষেধক বা অ্যান্টিস্নেক ভেনিম রয়েছে, পাওয়া যাবে।
- কোনওভাবে সাপে কেটেছে মনে হলে শরীর একেবারেই বেশি নাড়ানো যাবে না। কারণ বেশি নড়লেই বিষ শরীরে ছড়াতে থাকবে।
- অ্যাম্বুল্যান্সের জন্য অপেক্ষা না করে মোটরসাইকেলে বসিয়ে রোগীকে নিয়ে চলে আসতে হবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। এনেই বেডে শুইয়ে দিতে হবে।
- ক্ষত অংশে কাপড় বা দড়ির বাঁধন দেওয়া যাবে না। কারণ সাপের বিষ যায় আমাদের লিম্ফ নোড বা লসিকা গ্রন্থি দিয়ে ফলে সেই লিম্ফ চ্যানেলকে আটকাতে কষে বাঁধন দিলে সেই অংশে রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হয়ে গ্যাংগ্রিন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- কষে বাঁধন দিয়ে কেউ নিয়ে আসার পর হাসপাতালে সেটা খোলা হলেই সঙ্গে সঙ্গে একটা রক্তের রাশ ওই অংশে তীব্র ভাবে ঢুকে পড়ে। ফলে বিষটা সুনামির মতো সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে।
- সাপের কামড়ে প্রথম একশো মিনিট গোল্ডেন টাইম এই সময়ের মধ্যে এলে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব।
- সাপের বিষের প্রতিষেধক নিতে বহু মানুষ ভয় পান, সেটা ভুল ধারণা। এতে কোনও রিঅ্যাকশন হয় না বললেই চলে।
- চন্দ্রবোড়ার কামড়ে রক্ত আর বন্ধ হয় না। সবচেয়ে এফেক্টেড হয় কিডনি। ফলে রিকভারি খুব চাপের। এক্ষেত্রে আক্রান্তকে সিসিইউতে শিফট করতে হয়। তাই যত দ্রুত হাসপাতালে এলে প্রাণহানি থেকে বাঁচবে মানুষ।

১৪
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
বুধবার

মাঠে ময়দানে

27 September, 2023 • Wednesday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নেইমারের আল হিলালের সঙ্গে মুম্বই সিটির ম্যাচ পুণের বদলে নভি মুম্বইয়ে

নজরে প্রণতি

■ **হাংঝাউ :** এশিয়ান গেমসে আজ, বুধবার পদকের লড়াইয়ে নামছেন বাংলার প্রণতি নায়েক। জোড়া পদকের হাতছানি বাংলার জিমন্যাস্টের সামনে। মেয়েদের জিমন্যাস্টিক্সে ভল্ট এবং আর্টিস্টিক্স অলরাউন্ড বিভাগের ফাইনালে উঠেছেন প্রণতি। চলতি এশিয়ান গেমস জিমন্যাস্টিক্সে তিনিই ভারতের একমাত্র প্রতিযোগী। সাবডিভিশন থ্রি-এ যোগ্যতা অর্জন পর্বে সেরা আটজনের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে থেকে ভল্ট ফাইনালে উঠেছেন প্রণতি। তাঁর মোট পয়েন্ট ১২,৭১৬। অলরাউন্ড বিভাগে চূড়ান্ত ১৮ জনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন বাংলার মেয়ে। বুধবার ফাইনালে প্রণতির দিকে নজর থাকবে গোটা দেশের।

বাদ তামিম

■ **ঢাকা :** অবসর ভেঙে ফিরেছিলেন। কিন্তু বিশ্বকাপ দলে জায়গা হল না তামিম ইকবালের। মঙ্গলবার বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। তাতে নাম নেই অভিজ্ঞ ওপেনারের। তবে তামিম যে বাদ পড়তে চলেছেন, সেই ইঙ্গিত আগাম পাওয়া গিয়েছিল। বাংলাদেশের কোচ চন্ডিকা হাতুরাসিংঘে সাফ জানিয়েছিলেন, তিনি বিশ্বকাপে কোনও আনফিট ক্রিকেটার নিয়ে যেতে চান না। বাংলাদেশ বোর্ডের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে সোমবার রাতের সভায় হাতুরাসিংঘে এই মন্তব্য করেন। এমনকী, অধিনায়ক শাকিব আল হাসানও নাকি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আনফিট তামিমকে নেওয়া হলে তিনি নেতৃত্ব ছেড়ে দেবেন।

লড়ে হার ডায়মন্ড হারবারের

ডায়মন্ড হারবার ০ মহামেডান ২

লিগ জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে মহামেডান

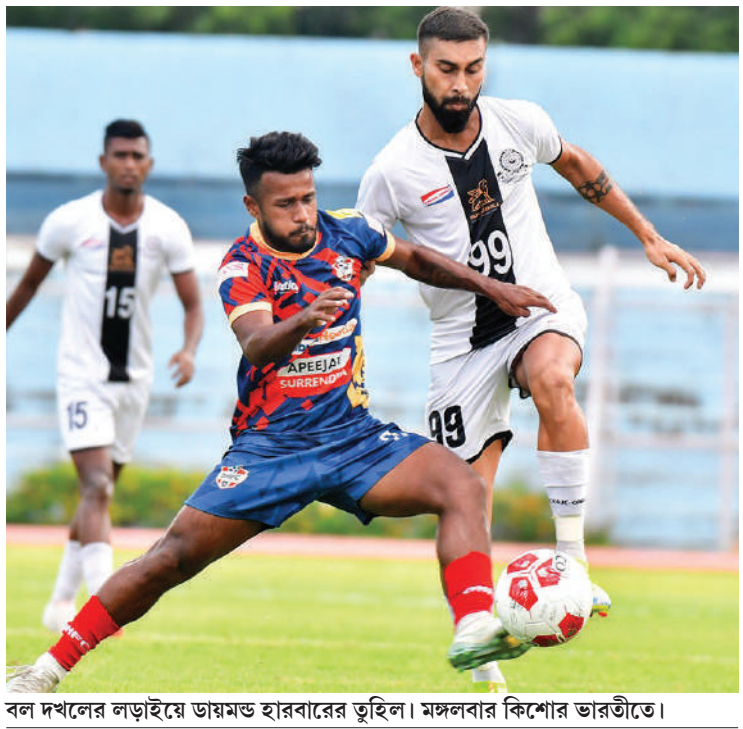

বল দখলের লড়াইয়ে ডায়মন্ড হারবারের তুহিল। মঙ্গলবার কিশোর ভারতীতে।

প্রতিবেদন : কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের খেতাবি লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে মহামেডানের বিরুদ্ধে জিততেই হত ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে। কিন্তু মঙ্গলবার সুপার সিক্সের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভাল খেলেও মহামেডানের কাছে ০-২ গোলে হেরে গেল কিবু ভিকুনার দল। মহামেডানের দুই গোলদাতা আঙ্গুসানা ও ডেভিড লাললানসাঙ্গা। ডায়মন্ড হারবার প্রচুর গোলের সুযোগ নষ্ট করল। সেটা না হলে খেলার ফল অন্যরকম হতেও পারত। ডায়মন্ড হারবারের আক্রমণ সামলে একাধিক নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন মহামেডানের গোলরক্ষক কদম ছেত্রী। এদিনের জয়ের ফলে লিগ জয়ের আরও কাছে মহামেডান। কলকাতা লিগ জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব। গ্রুপ পর্বের পয়েন্ট যোগ করে সুপার সিক্সের ৪ ম্যাচ শেষে মহামেডানের পয়েন্ট ৪১। শেষ ম্যাচে আগামী শুক্রবার মোহনবাগানকে হারালেই পরপর তিনবার লিগ জিতবে সাদা-কালো ব্রিগেড। কল্যাণীতে দেওয়া হয়েছে লিগ চ্যাম্পিয়নশিপের মিনি ডার্বি। এদিনের হারের পর ডায়মন্ড হারবারের আর লিগ জয়ের আশা কার্যত রইল না। ৩২ পয়েন্টেই কিবুর দল। বাকি আর তিনটি ম্যাচ।

লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ডায়মন্ড হারবারের কাছে হেরেছিল মহামেডান। এদিন কিবুর দলকে হারিয়ে যেন তারই জবাব দিল আন্দ্রে চেরনিশভের দল। তবে ডায়মন্ড হারবার প্রথম থেকে মহামেডান রক্ষণে চাপ তৈরি করেছিল। প্রথমার্ধে কিবুর ছেলেদেরই দাপট ছিল ম্যাচে। সহজতম সুযোগটা পেয়েছিল ডায়মন্ড হারবারই। একা গোলকিপারকে সামনে পেয়েও বল জালে জড়াতে পারেননি রাহুল পাসোয়ান। সুযোগ নষ্ট করেন সুপ্রিয় পণ্ডিত, হিমাংশুরাও।

দ্বিতীয়ার্ধে মহামেডান চাপ বাড়ায় ডায়মন্ড হারবার রক্ষণে। ম্যাচের ৬০ মিনিটে ভুল করে বসে কিবুর দলের রক্ষণ। নিজেদের জায়গায় ছিলেন না দুই ডিফেন্ডার বিক্রমজিৎ সিং ও অয়ন মণ্ডল। বিকাশ সিংয়ের কাছ থেকে বল পেয়ে ডান প্রান্ত থেকে অসাধারণ সেন্টার বক্সে রাখেন স্যামুয়েল। তা অনুসরণ করে দুর্দান্ত একটি গোল করে মহামেডানকে এগিয়ে দেন আঙ্গুসানা। পিছিয়ে পড়ে গোল শোধের আপ্রাণ চেষ্টা করে ডায়মন্ড হারবার। কিন্তু মহামেডান রক্ষণে কাঁপুনি ধরিয়েও কাজের কাজটা করতে পারেনি কিবুর দল। অজস্র গোলের সুযোগ তৈরি করে ডায়মন্ড হারবার। কিন্তু জ্যাকব, সুপ্রিয়, সুপ্রতীপ বাড়ুইরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। মহামেডান গোলরক্ষক কদম এদিন তিন কাঠির নিচে ছিলেন অদম্য। বেশ কয়েকটি নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দলের পতনরোধ করেন। তারই মধ্যে ম্যাচের সংযুক্ত সময়ের ৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করে মহামেডান। ডেভিডের পেনাল্টি থেকে করা গোলে জয় নিশ্চিত করে সাদা-কালো ব্রিগেড।

ডায়মন্ড হারবার কোচ কিবু ম্যাচের পর জানান, তিনি দলের পারফরম্যান্সে গর্বিত। বলেন, "মহামেডানকে অভিনন্দন। ৫০-৫০ ম্যাচ ছিল। আমরা প্রথমার্ধে ম্যাচের সেরা সুযোগ পেয়েছিলাম। ওরা এদিন ভাল খেলেছে। তবে আমি ছেলেদের নিয়ে গর্বিত। ভুললে চলবে না, এটা আমাদের মাত্র দ্বিতীয় মরশুম। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আর আশা নেই। আমরা লিগ রানার্স হওয়ার চেষ্টা করব।"

নেই সুনীল, তবু সতর্ক জুয়ান

বেঙ্গালুরু ম্যাচের প্রস্তুতিতে দিমিত্রি।

প্রতিবেদন : পাঞ্জাব এফসি-কে দাপটে হারিয়ে দশম আইএসএলে দারুণ শুরু করেছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর এএফসি কাপেও ওড়িশা এফসি-কে হারিয়েছে জুয়ান ফেরান্দোর দল। দিমিত্রি পেত্রাতোস, জেসন কামিন্স, হুগো বুমোস, লিস্টন কোলাসো, মনবীর সিংদের নিয়ে গড়া মোহনবাগানের ধারালো আক্রমণভাগ ভয় ধরাচ্ছে বাকি দলগুলোকে।

বুধবার ঘরের মাঠে ফের নতুন চ্যালেঞ্জ সবুজ-মেরুনের সামনে। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দিমিত্রিদের সামনে এবার গতবারের আইএসএল রানার্স বেঙ্গালুরু এফসি। সুনীল ছেত্রী এশিয়ান গেমসের দলে ব্যস্ত। সুনীলহীন বেঙ্গালুরু আইএসএলে প্রথম ম্যাচেই কোচিতে গিয়ে কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে হেরেছে। কলকাতায় আরও একটা অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে এসেছে সাইমন গ্রেসনের দল। তবু মোহনবাগান কোচ, ফুটবলাররা সুনীলহীন বেঙ্গালুরুকে সমীহ করছেন। প্রথম ম্যাচে হারায় ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া থাকবে ব্লুজরা। তাই প্রতিপক্ষ নিয়ে সতর্ক সবুজ-মেরুন শিবির।

ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে এসে স্প্যানিশ কোচ জুয়ান বললেন, "বেঙ্গালুরু আক্রমণাত্মক দল। খুব কঠিন ম্যাচ হবে। ভুললে চলবে না ওরা গতবার তিনটে ফাইনাল (ডুরান্ড, আইএসএল এবং সুপার কাপ) খেলেছে। একই কোচ, একই ফুটবলার ধরে রেখেছে। আমাদের নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করতে হবে।"

ডুরান্ড ফাইনালে লাল কার্ড দেখায় পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলতে পারেননি অনিরুদ্ধ থাপা। বুধবার বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে মাঝমাঠে ফিরছেন তারকা মিডফিল্ডার। জুয়ান বলেন, "সাহাল, গ্লেনরা আগের ম্যাচে ভাল খেলেছে। থাপা সম্ভবত শুরু করবে এই ম্যাচে। কাজটা হয়তো আমার কাছে কঠিন। তবে আমি সবসময় চেষ্টা করি, সেরা দল মাঠে নামানোর।"

অনিরুদ্ধও কোচের পাশে বসে জানিয়ে দিলেন, মোহনবাগানের ড্রেসিংরুমের পরিবেশ দারুণ। সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে এত সমর্থকদের সামনে খেলতে পেরে গর্বিত। চাপ থাকলেও আমি এখনও খেলাটা উপভোগ করছি। বললেন, "সুনীলভাই (ছেত্রী) কিংবদন্তি। কিন্তু আমাদের খেলতে হবে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিরুদ্ধে। সুনীলভাই না থাকলেও বেঙ্গালুরু কঠিন প্রতিপক্ষ। প্রথম ম্যাচে হারলেও ওরা ভাল খেলেছে। ওরাও আমাদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। আমাদের তৈরি থাকতে হবে।"

খিদিরপুরকে ১০ গোল ইস্টবেঙ্গলের

জোড়া হ্যাটট্রিক বিষ্ণু-মহীতোষের

চার গোল বিষ্ণুর।

প্রতিবেদন : কলকাতা প্রিমিয়ার লিগের সুপার সিক্সে খিদিরপুরকে ১০-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। জোড়া হ্যাটট্রিক লাল-হলুদের পিভি বিষ্ণু ও মহীতোষ রায়ের। বিষ্ণু একাই চার গোল করেন। এই জয়ের সুবাদে খেতাবি লড়াইয়ে টিকে রইল বিনো জর্জের দল। ১৪ ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট আপাতত ৩৩। হাতে রয়েছে তিনটি ম্যাচ। অন্যদিকে, ১৬ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মহামেডান স্পোর্টিং। তাদের একটাই ম্যাচ বাকি, মোহনবাগানের সঙ্গে। ইস্টবেঙ্গল যদি নিজেদের শেষ তিনটে ম্যাচ জেতে, তাহলে পয়েন্ট দাঁড়াবে ৪২। মহামেডান যদি মোহনবাগানের কাছে হেরে যায়, সেক্ষেত্রে আটকে যাবে ৪১ পয়েন্টে।

এদিন শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলে ৬ মিনিটেই এগিয়ে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। ফ্রি-কিক থেকে গোল করেন বিষ্ণু। সেই শুরু। ১০ মিনিটে ফের বিষ্ণুর গোলে ২-০। ৩৮ মিনিটে ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন বিষ্ণু। এরপর ৪১, ৪৫ ও ৪৭ মিনিটে তিনটি গোল করে ব্যক্তিগত হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন মহীতোষ। মাঝে ৪৩ মিনিটে খিদিরপুরের একমাত্র গোলটি করেন প্রদীপ পাল। বিরতির পর বিপক্ষের উপর আরও চার গোল চাপিয়ে দেয় লাল-হলুদ। গোল করেন বিষ্ণু, জেসিন টিকে এবং ভিপি সুহের দু'টি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৪ বছরের ছোট সেলিনা লকসকে বিয়ে করলেন ব্রাজিলের সিনিয়র রোনাল্ডো। এটি তাঁর তৃতীয় বিয়ে

মাঠে ময়দানে

27 September, 2023 • Wednesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
বুধবার

অনুশদের হাতে ইকুয়েস্ট্রিয়ানের সোনা

হাংঝাউ, ২৬ সেপ্টেম্বর : চলতি এশিয়ান গেমসে মঙ্গলবার তৃতীয় সোনার পদকের স্বাদ পেল ভারত। ইকুয়েস্ট্রিয়ানের (অশ্বারোহণ) দলগত ড্রেসেড বিভাগে সোনা জিতলেন ভারতের সুদীপ্তি হাজেলা, দিব্যাকৃতি সিং, হৃদয় বিপুল চেড়া এবং অনুশ আগরওয়াল। এঁদের মধ্যে অনুশ আবার বাংলার ছেলে। সোমবার দুই বঙ্গকন্যা তিতাস সাধু ও রিচা ঘোষের হাত ধরে মেয়েদের ক্রিকেটে সোনা জিতেছিল

সেইলিংয়ে রুপো-ব্রোঞ্জ ভারতের

ইকুয়েস্ট্রিয়ানের দলগত ড্রেসেড বিভাগে সোনাজয়ী ভারতীয় দলের সদস্যরা।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিনন্দন

চিনের হাংঝাউতে আয়োজিত ১৯তম এশিয়ান গেমসে ভারতের অবিশ্বাস্য পদক দৌড় অব্যাহত। তিন দিনেই ১৪ পদক! অনুশ আগরওয়াল, হৃদয় বিপুল চেড়া, সুদীপ্তি হাজেলা, দিব্যাকৃতি সিংদের দলগত ড্রেসেড বিভাগে ঐতিহাসিক সোনা জয়ের জন্য গর্বিত। ইকুয়েস্ট্রিয়ানে ৪০ বছর পর প্রথম সোনা জিতল ভারত। নেহা ঠাকুরকেও অভিনন্দন সেইলিংয়ে মেয়েদের ডিঙ্গি ইভেন্টে রুপো জেতার জন্য। ছেলেদের উইন্ডসাফার ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জেতার জন্য ইবাদ আলিকেও অভিনন্দন। আপনাদের সবাইকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা।

ভারত। এদিন দেশকে সোনা উপহার দিলেন অনুশ। বালিগঞ্জের ছেলে অনুশের ঘোড়ার সঙ্গে প্রেম মাত্র তিন বছর বয়স থেকে। ইকুয়েস্ট্রিয়ানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে প্রতিযোগীদের বিভিন্ন হার্ডল টপকাতে হয়। প্রসঙ্গত, ৪১ বছর পর এশিয়ান গেমসের আসরে ইকুয়েস্ট্রিয়ানে সোনা পেল ভারত।

তবে এদিন ভারতের ঝুলিতে প্রথম পদক এসেছিল সেইলিং থেকে। মেয়েদের ডিঙ্গি ইভেন্টে রুপো জেতেন ভারতের নেহা ঠাকুর। আগাগোড়া অসাধারণ ধারাবাহিকতা দেখিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করে রুপো ছিনিয়ে নেন নেহা। এর কিছুক্ষণ পরেই সেইলিং থেকে দ্বিতীয় পদক পায় ভারত। এবার পুরুষদের উইন্ডসাফার ইভেন্টে ব্রোঞ্জ পান ভারতের ইবাদ আলি।

তবে শ্যুটিংয়ে অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছে ভারতের। ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে দিব্যাংশ পানওয়ার ও রণিতা নেমেছিলেন ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে। শুরুতে ৯-১ পয়েন্টে এগিয়েও গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পদক ছিনিয়ে নেয় দক্ষিণ কোরিয়া। এছাড়া জুডোয় মেয়েদের ৭৮ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ হাতছাড়া করেছেন ভারতের তুলিকা মান। এদিকে, টেনিসে পুরুষদের সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন ভারতের সুমিত নাগাল। তিনি ৭-৬, ৬-৪ সেটে হারিয়েছেন উজবেকিস্তানের বেবিট ঝুখায়েভকে। মেয়েদের স্কোয়াশে গ্রুপের প্রথম খেলায় পাকিস্তানকে ৩-০ ফলে হারিয়েছে ভারত। ছেলেদের স্কোয়াশে ভারতীয় দল ৩-০ ফলে হারিয়েছে সিঙ্গাপুরকে।

অলিম্পিকেও এবার ক্রিকেট চান মান্ধানা

হাংঝাউ : এশিয়ান গেমসে সোনা জেতার পর স্মৃতি মান্ধানার চোখ এবার অলিম্পিকে। তিনি চান, অলিম্পিকেও ক্রিকেট যুক্ত হোক।

কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনালে উঠেও অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলকে। তবে এশিয়াডে সোনা জিতে ইতিহাস গড়েছেন হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় মেয়েরা। মান্ধানার বক্তব্য, ক্রিকেটার হিসেবে আমরা অলিম্পিকে শুধুই দর্শকের ভূমিকা পালন করি। দেখি অন্যান্য ক্রীড়াবিদরা দেশকে পদক এনে দিচ্ছেন। এশিয়ান গেমসে সোনা জেতার পর যখন জাতীয় সঙ্গীত বেজে উঠেছিল, তখনই বুঝতে পারি দেশের হয়ে জিতলে কেমন অনুভূতি হয়। এমন সুযোগ তো বারবার আসে না। অলিম্পিকের আসরেও যদি ক্রিকটে যুক্ত হয়, তাহলে দারুণ হবে। বিশ্বকাপের মতোই গুরুত্বপূর্ণ হবে ওই প্রতিযোগিতা। হরমনপ্রীত নির্বাসিত থাকায় এশিয়াডে কোয়ার্টার ফাইনাল এবং সেমিফাইনালে মান্ধানা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন দলকে। তিনি বলছেন, ভারতের পদক সংখ্যা বাড়াতে পেরে গর্বিত। ক্রিকেটার হিসেবে এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ খুব বেশি পাওয়া যায় না। কমনওয়েলথ গেমসও আমাদের কাছে দারুণ আকর্ষণীয় ছিল। অন্য খেলার ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে এক হয়ে খেলতে পারার মজাই আলাদা।

এশিয়াড-বিতর্ক

হাংঝাউ : এশিয়ান গেমসের শ্যুটিংয়ের পুরস্কার মঞ্চে বিতর্কে জড়ালেন উত্তর কোরিয়ার শ্যুটাররা। পুরুষদের দলগত শ্যুটিং ইভেন্টে সোনা জিতেছে দক্ষিণ কোরিয়া। রুপো পায় উত্তর কোরিয়া। পুরস্কার মঞ্চের প্রথা অনুযায়ী যে দেশ সোনা জিতেছে, তাদের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হবে। সঙ্গে পতাকা উঠবে প্রথমে সোনা, এরপর রুপো এবং সবার শেষ ব্রোঞ্জ পাওয়া দেশের। সব প্রতিযোগীরাই সেই সময় পতাকার দিকে মুখ করে থাকবেন। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় সঙ্গীতের সময় পতাকার উল্টো দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকেন উত্তর কোরিয়ার প্রতিযোগীরা। এরপর ছবি তোলার সময় ব্রোঞ্জজয়ী ইন্দোনেশিয়ার শ্যুটাররা দক্ষিণ কোরিয়ার শ্যুটারদের পাশে দাঁড়ালেও উত্তর কোরিয়ার শ্যুটাররা তা এড়িয়ে যান। দুই পড়শি দেশের প্রতিযোগীরা পরস্পরের সঙ্গে হাতও মেলাননি।

ফের ১৬ গোল

হাংঝাউ, ২৬ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমস হকিতে ছুটছে ভারতীয় হকি দল। গ্রুপের প্রথম ম্যাচে উজবেকিস্তানকে ১৬-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছিল হরমনপ্রীত সিংয়ের দল। দু'দিন পর ফের প্রতিপক্ষকে গোলের মালা পরাল ভারত। মঙ্গলবার গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে সিঙ্গাপুরকেও ১৬ গোল দিলেন হরমনপ্রীতরা। তবে এই ম্যাচে ১ গোল হজম করতে হয়েছে ভারতকে। গ্রুপ শীর্ষে থেকে পরের ম্যাচ গতবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে। কঠিন লড়াইয়ের আগে মনোবল তুঙ্গে হরমনপ্রীতদের।

উজবেকদের বিরুদ্ধে জোড়া হ্যাটট্রিক ছিল ভারতের। এদিন সিঙ্গাপুরের বিরুদ্ধেও জোড়া হ্যাটট্রিক দেখা গেল। ১৬-১ স্কোরলাইনে সবথেকে বড় অবদান অধিনায়ক হরমনপ্রীতের। তিনি একাই চার গোল করে ম্যাচের সেরা। হ্যাটট্রিক করেন দলের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মনপ্রীত সিংও। অভিষেক, বরুণ কুমারের জোড়া গোল। ভারতের হয়ে বাকি গোলগুলি করেন ললিত কুমার উপাধ্যায়, গুরজন্ত সিং, বিবেক সাগর প্রসাদ, মনপ্রীত সিং ও শামসের সিং।

এদিন পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে ভারত। হরমনপ্রীতের চারটি গোলই এসেছে পেনাল্টি কর্নার থেকে। এশিয়াডের আগে কোচ ক্রেগ ফুলটনের চিন্তার কারণ ছিল পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগাতে না পারা। জাপান ম্যাচের আগে সেই চিন্তা অনেকটা দূর হল।

নেতা শনাকা

কলম্বো, ২৬ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতের সঙ্গে ৫০ রানে অলআউট হয়েছিল শ্রীলঙ্কা। এরপর প্রবল চাপে পড়েছিলেন অধিনায়ক দাসুন শনাকা। তাঁকে বাদ দেওয়ার দাবি উঠেছিল। শ্রীলঙ্কা বোর্ড তবু বিশ্বকাপে শনাকাকেই নেতা বেছে নিল। উল্লেখযোগ্য বাদ ওয়েনিন্দু হাসারাঙ্গা। তবে ফাইনালে চোটের জন্য খেলতে না পারলেও স্পিনার মহেশ থিকসানা বিশ্বকাপ দলে রয়েছেন।

ম্যান ইউ ক্যান্টিনেও যাওয়া বারণ স্যাঞ্চোর

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৬ সেপ্টেম্বর : ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়লেন জেডন স্যাঞ্চো। ক্লাবে প্রথম দলের জন্য বরাদ্দ সবরকম সুবিধা থেকে আপাতত বঞ্চিত তিনি। ম্যান ইউ ম্যানেজার এরিক টেন হ্যাগকে প্রকাশ্যে অপমান করার শাস্তি এটা। তবে ২৩ বছরের এই ফুটবলার নিজেকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে নেওয়ায় জল্পনা আরও বেড়েছে। যার অর্থ, লড়াই চলবে। তিনি ক্ষমা চাইবেন না।

৩ সেপ্টেম্বর আর্সেনালের সঙ্গে ম্যাচের আগে টেন হ্যাগ স্যাঞ্চোকে যথেষ্ট প্র্যাকটিস না করার জন্য একহাত নেন।

এখনও অনড় তরুণ উইঙ্গার

বলেন এমন হলে তাঁকে দলে জায়গা হারাতে হবে। কিন্তু স্যাঞ্চোর এটি ভাল লাগেনি। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, তাঁকে বলির পাঁঠা করা হচ্ছে। তিনি ম্যান ইউ ম্যানেজারকে মিথ্যাবাদী বলেও অভিহিত করেন।

সেই থেকে স্যাঞ্চো ম্যান ইউয়ের হয়ে আর কোনও ম্যাচ খেলেননি। প্রথম দলের সঙ্গে ট্রেনিংয়েও দেখা যায়নি তাঁকে। শোনা যাচ্ছে, স্যাঞ্চোর জন্য ক্যারিংটনের সর্বত্র ঘোরাফেরার ক্ষেত্রে বাধা আরোপ করা হয়েছে। সিনিয়র দলের ক্যান্টিনেও তাঁকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে স্যাঞ্চোকে বর্তমানে ম্যান ইউয়ের অ্যাকাডেমি প্লেয়ারদের সঙ্গে ট্রেনিং ও খাওয়াদাওয়া করতে হচ্ছে।

স্যাঞ্চো টেন হ্যাগের চাপের মুখে ক্ষমা চাইতে রাজি হননি। আর এতেই যত সমস্যা। তা না হলে টেন হ্যাগ তাঁকে প্রথম দলে ফিরিয়ে নিতে প্রস্তুত। কিন্তু ম্যান ইউ তাঁকে প্রথম দলের সবরকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার পরই স্যাঞ্চো নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিয়েছেন। যার অর্থ, টেন হ্যাগের কাছে তিনি নত হবেন না।

১৬
২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩
বুধবার

মাঠে ময়দানে

27 September, 2023 • Wednesday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপ দলে জায়গা হল না ওয়েনিন্দু হাসরাঙ্গার

পকেটে সিরিজ, রোহিতদের চোখ বিশ্বকাপে

রাজকোট, ২৬ সেপ্টেম্বর : ভারত সিরিজ জিতে যাওয়ায় রাজকোটের ম্যাচ এখন নিয়মরক্ষার। কিন্তু তারপরও এই ম্যাচ নিয়ে প্রচুর মাথাব্যথা থেকে যাচ্ছে দলের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের জন্য। পুরোটাই অবশ্য বিশ্বকাপের আগে এখানে দল নির্বাচন নিয়ে।

প্রথম দুই ম্যাচে বিশ্রামে থাকা রোহিত, বিরাট ও হার্দিক এখানে খেলবেন। সেক্ষেত্রে তাঁদের জন্য জায়গা করতে হবে। ব্যাটিং লাইন আপ এই রকম হতে পারে যে, শুরুতে রোহিত ও ঈশান কিশান, তিনে বিরাট, চারে শ্রেয়স, পাঁচে রাহুল, ছয়ে সূর্য এবং সাতে জাদেজা, আটে অশ্বিন।

প্রশ্ন হল, বিশ্বকাপে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট রাহুলকে এক নম্বর উইকেট কিপার হিসাবে দেখছে কি না। রাহুলকে দিয়ে আপাতত কিপিং করানো হচ্ছে মানে ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। ঈশান দলে থাকলেও উইকেটের পিছনের জায়গাটা ছেড়ে দিতে হচ্ছে রাহুলকে। সঞ্জয় বাঙ্গারের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারের মনে হচ্ছে, রাহুল রাজকোটে উইকেটের পিছনে দাঁড়ালে ব্যাট করবেন পাঁচ নম্বরে। তাহলে ঈশানের বুধবার রোহিতের ওপেনিং পার্টনার হওয়া ছাড়া আর বিশেষ কাজ নেই। বলা হয়নি, হার্দিক পাণ্ডিয়ার বিশ্রাম আরও দীর্ঘায়িত হয়েছে। তিনি রাজকোট ম্যাচেও খেলবেন না।

অক্ষর প্যাটেলের বুধবার ঘরের মাঠে খেলার প্রশ্ন নেই। আর অশ্বিনকে যদি তাঁর মাঠে খেলতে দেখা যায়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে বিশ্বকাপে তিনিই খেলবেন। ওয়াশিংটন সুন্দরের উপর টিম ম্যানেজমেন্ট সেই ভরসা রাখতে পারছে না, যা অশ্বিনের উপর রাখা যায়। বিশ্বকাপের আগে এটাই রোহিতদের শেষ ম্যাচ। রাজকোটে যাঁরা খেলবেন, তাঁদেরই চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে ৮ অক্টোবর খেলতে দেখা যেতে পারে।

ইন্দোর ম্যাচের পর আগেই বিশ্রামে পাঠানো হয়েছিল শুভমন গিল ও শার্দূল ঠাকুরকে। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দু'জনেই আবার গুয়াহাটিতে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তবে জসপ্রীত বুমরাকে বুধবারের ম্যাচে ফের দেখা যাবে। তিনি এক ম্যাচের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলেন। এই ম্যাচে আবার বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে মহম্মদ শামিকে। যার অর্থ সাকুল্যে ১৩ জন ক্রিকেটারকে নিয়ে রাজকোট ম্যাচে খেলবে ভারত।

অস্ট্রেলিয়ার জন্য এই ম্যাচ হোয়াইটওয়াশ বাঁচানোর লড়াই। বিশ্বকাপের আগে ৩-০ হার

রাজকোটে জিতলেই হোয়াইটওয়াশ

শেষ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হওয়ার আগে নেটে বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার।

দলের মনোবল তলানিতে ঠেলে দিতে পারে। অধিনায়ক কামিন্স হয়তো ফিরবেন বুধবারের ম্যাচে। সিরিজে প্রথমবার দেখা যেতে পারে মিচেল স্টার্ককেও। অস্ট্রেলিয়া দল থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, শেষ ম্যাচে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল খেলবেন। তিনি অবশ্য মঙ্গলবার দলের সঙ্গে প্র্যাকটিস করেছেন। যেমন রোহিত-বিরাটও প্র্যাকটিস সেরে নিয়েছেন।

স্মিথের ফর্ম নিয়ে চিন্তিত নই : স্টার্ক

রাজকোট, ২৬ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের আগে স্টিভ স্মিথের ফর্ম চিন্তায় রাখছে বিশেষজ্ঞদের। ভারতের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের প্রথম দু'ম্যাচে পাটা পিচ পেয়েও স্মিথের রান যথাক্রমে ০ ও ৪১। যদিও মঙ্গলবার রাজকোটে মিডিয়ার মুখোমুখি হয়ে স্মিথের হয়েই ব্যাট ধরলেন সতীর্থ মিচেল স্টার্ক। তিনি বলেন, স্টিভের ফর্ম নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র চিন্তায় নেই। পরিসংখ্যানই ওর হয়ে কথা বলছে। স্টিভ অসাধারণ ক্রিকেটার। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সব

ধরনের ফরম্যাটে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে দীর্ঘদিন ধরে। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সরাসরি ভারতে এসেছে। তাই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। এটা কোনও বড় বিষয় নয়। এদিকে, তিন ম্যাচের সিরিজে ০-২ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। বুধবারের ম্যাচটা তাই অস্ট্রেলীয়দের কাছে সম্মানরক্ষার লড়াই। স্টার্ক বলছেন, প্রথম দুটো ম্যাচেই পিচের চরিত্র ছিল আলাদা। ইন্দোরে যেমন পরের দিকে উইকেট স্পিনারদের সাহায্য করেছে। তবে মোহালিতে আমরা বেশ ভাল খেলেছিলাম।

আসন্ন বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাবনা প্রসঙ্গে স্টার্কের বক্তব্য, আমাদের দলে বেশ কয়েকজন রয়েছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে আইপিএল খেলছে। ফলে ভারতীয় পিচ ও পরিবেশ সম্পর্ক স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। এটা ঘটনা, ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মাঠের পরিবেশ ও পিচের চরিত্র আলাদা আলাদা। এবারের বিশ্বকাপে এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। প্রথম দুই ম্যাচে খেলেননি। তবে রাজকোটে সম্ভবত দলে ফিরছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। স্টার্ক বলছেন, গ্লেন দ্রুত উন্নতি করছে। কাল ও খেলবে কি না আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। তবে গ্লেন সাদা বলের ফরম্যাটে ম্যাচ উইনার। বিশ্বকাপে আমাদের দলের এক্স ফ্যাক্টর।

আজ আসছে পাকিস্তান

ভারত-পাক ম্যাচের দিকে তাকিয়ে বাবর

সাংবাদিক বৈঠকে বাবর।

লাহোর, ২৬ সেপ্টেম্বর : দুবাই হয়ে আজ বুধবার ভারতে আসছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। তারা সোজা হায়দরাবাদে পা রাখবে, যেহেতু সেখানে ২৯ সেপ্টেম্বর ও ৩ অক্টোবর তাদের দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ রয়েছে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে।

দেশ ছাড়ার আগে পাক দলের অধিনায়ক বাবর আজম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন। পাক অধিনায়কের এটাই প্রথম ভারত সফর। তিনি বলেন, আমি আমেদাবাদে বিশ্বের সবথেকে বড় স্টেডিয়ামে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। ওখানে ভরা মাঠে ভারত-পাকিস্তান খেলা হবে। এই ম্যাচ নিয়ে প্রাক্তনদের সঙ্গে কথা বলেছি। ওখানে সেরা ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করব।

একইসঙ্গে বাবর এটাও জানিয়েছেন যে, তিনি নিজের ফর্ম নিয়ে একেবারেই বিচলিত নন। তিনি দলের প্রয়োজন মতো খেলবেন। পাকিস্তানের বিশ্বকাপ দলের মাত্র দু'জন সদস্য এর আগে ২০১৬-তে টি ২০ বিশ্বকাপে ভারতে খেলে গিয়েছেন। এঁরা হলেন মহম্মদ নওয়াজ ও সলমন আলি আগা। বাবর এদিন এশিয়া কাপের ব্যর্থতা নিয়ে বলেন, আমরা ভাল খেলতে পারিনি। কিন্তু হার থেকে শিক্ষা নিয়েছি। আর দল হিসাবে আমাদের মনোবল খুব ভাল জায়গায় রয়েছে। আমরা সেরাটা দেওয়ারই চেষ্টা করব।

এদিকে, এশিয়া কাপে হারের পর তাঁর ও শাহিন আফ্রিদির মধ্যে গন্ডগোলের যে খবর ছড়িয়েছে, তা নিয়ে বাবরের বক্তব্য হল, দলে সবাই আমাকে শ্রদ্ধা করে। তবে ম্যাচ হারলে টিম মিটিংয়ে মতানৈক্য দেখা দিতেই পারে। কিন্তু কোনও লড়াই হয়নি। আমাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা রয়েছে। সেটাই থাকবে।

ভারতে আসার আগে পাক দল যে এখানকার উইকেট ও পরিবেশ নিয়ে যথেষ্ট হোমওয়ার্ক করেছে, তা এদিন বাবরের কথায় স্পষ্ট হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা ভারতীয় পরিবেশ নিয়ে অনেক খোঁজ খবর করেছি। তাতে একটা জিনিস বুঝেছি যে, উপমহাদেশের বাকি দেশগুলির মতোই উইকেট ও কন্ডিশন দেখতে পাব। সুতারং এতে মানিয়ে নিতে আমাদের অসুবিধা হবে না।

শেষ ম্যাচের আগে বিপাকে অধিনায়ক

১৩ জন প্লেয়ার আছে আমার হাতে : রোহিত

বিশ্রামের পর মাঠে ফিরেই প্র্যাকটিসে রোহিত।

রাজকোট, ২৬ সেপ্টেম্বর : হাতে ১৩ জন ক্রিকেটার। তাই নিয়েই বুধবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে নামবেন তাঁরা। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ও শেষ একদিনের ম্যাচে খেলতে নামার আগে জানালেন রোহিত শর্মা।

মঙ্গলবার প্রাক ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে এসে রোহিত বলছিলেন, আমাদের দলের কয়েকজন অসুস্থ। তাদের এই ম্যাচে পাওয়া যাবে না। কয়েকজনের আবার পারিবারিক সমস্যা রয়েছে। তারাও বাড়ি ফিরে গিয়েছে। এছাড়া কয়েকজনকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে আমাদের হাতে তাই ১৩ জন প্লেয়ার।

শুভমন গিলকে ভাইরাল অসুস্থতার জন্য ইন্দোর ম্যাচের পর বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া শার্দূল ঠাকুর, মহম্মদ শামি ও হার্দিক পাণ্ডিয়া এই ম্যাচ না খেলে বাড়িতে কাটাতে চেয়েছেন। তিন ম্যাচের সিরিজে ভারত আগেই সিরিজ জিতে যাওয়ায় সবার অনুরোধ মেনে নেওয়া হয়েছে।

রোহিত এদিন পরিষ্কার জানিয়ে দেন, শুভমনকে বিশ্রামই দেওয়া হয়েছে। বাকিরা বাড়ি গিয়েছেন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। তবে অক্ষরকে যে এই ম্যাচে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেটাও জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। তিনি বলেন, ভাইরাল অসুস্থতা তাঁদের দলকে অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে।

এদিকে, অক্ষর এশিয়া কাপে চোট পাওয়ার পর বর্তমানে এনসিএ-তে পরিচর্যার মধ্যে রয়েছেন। রোহিত এদিন আরও বলেছেন, আগামী কয়েক সপ্তাহ তাঁদের দলের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কে কেমন থাকেন, সেটা দেখা জরুরি। রোহিতের কথায়, যাঁরা বাড়ি গিয়েছেন, তাঁরা একদিক থেকে ভালই করেছেন। কারণ, টিম ম্যানেজমেন্ট বিশ্বকাপের আগে সবাইকে ফ্রেশ দেখতে চায়।